ভক্তি-সূত্রম্

দেবর্ষিনারদকৃতম্

সিদ্ধান্তবাচস্পতি

শ্রীযুক্তশ্যামলালগোস্বামি

কৃতেন

বঙ্গানুবাদেন তত্তাৎপর্য্যেণ চ

সহিতম্

শ্রীযুক্তপ্রমথনাথমুখোপাধ্যায়েন

প্রকাশিতম্

৭৮ নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ নিউব্রিটেনিয়া যন্ত্রে

শ্রীঅম্বিকাচরণর্ঘোষেন মুদ্রিতং চ।

মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

ভক্তি-সূত্রম্।

একদা নারায়ণাবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বদরিকাশ্রমে অবস্থান কালে দেবর্ষি নারদকে যদৃচ্ছাক্রমে সেই স্থানে সমাগত দেখিয়া তাঁহার যথাবিধি পূজা পূর্ব্বক বলিলেন, দেবর্ষে! পরমপুরুষার্থের সাধন কি এবং তাহার লক্ষণাদি কিরূপ? দেবর্ষি কতিপয় স্বল্পাক্ষর সূত্রে তাঁহার ঐ দুইটি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। ঐ সূত্রগুলির নাম নারদকৃত ভক্তিসূত্র।

অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১ ॥

অথাতঃশব্দাবত্রানন্তর্য্যহেতুভাবয়োর্ভবতঃ। অথানন্তরম্ অতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যাম ইত্যক্ষরযোজনা। বিধিনাধীতবেদস্যাপাততোঽধিগতাখিলতদর্থস্যাশ্রমকর্ম্মাদিভির্বিশুদ্ধচিত্তস্য লব্ধতত্ত্ববিৎপ্রসঙ্গস্যাথ তৎপ্রসঙ্গানন্তরং কর্ম্মজ্ঞানাদীন্যপরমপুরুষার্থসাধকানীতি প্রত্যয়াৎ ভক্তিজিজ্ঞাসায়াং প্রবৃত্তায়াং তদ্ব্যাখ্যানং কর্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

উক্ত দেবর্ষি-নারদকৃত ভক্তিসূত্রের প্রথম সূত্র, যথা—

অনন্তর এই হেতু ভক্তি ব্যাখ্যা করিব ॥ ১ ॥

নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে,—"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ। সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্॥ জ্ঞানঞ্চ তেষামধিকো বিশেষঃ। জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥" মনুষ্যের আহার ও নিদ্রা প্রভৃতি কর্ম্ম সকল পশুসাধারণ। পশুরাও আহারাদি করিয়া,

থাকে, মনুষ্যও তাহাই করে। তবে পশুতে ও মনুষ্যে বিশেষ এই যে, মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান আছে, পশুর তাহা নাই। যে মনুষ্যের হিতাহিত জ্ঞান নাই, সে পশুর সমান। অতএব মনুষ্যজন্মে প্রথমতঃ জ্ঞান উপার্জ্জনেই যত্ন কর্ত্তব্য। মনুষ্যের বিদ্যাশিক্ষাতেই ঐ যত্ন পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ জ্ঞানার্জ্জনও আবার দুঃখহানির ও সুখলাভের নিমিত্ত। আমরা বুদ্ধি পূর্ব্বক যে কোন কার্য্য করি, সে সকলই আমাদিগের দুঃখহানির ও সুখলাভের উদ্দেশ্যে হইলেও ঐ উদ্দেশ্য সকল সময়েই সফল হইতে দেখা যায় না। সফল না হইবার কারণ, আমাদিগের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। ঐ অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন আমাদিগের মনের বাসনা অনেক সময়ে মনেই থাকিয়া যায়, কার্য্যে পরিণত হয় না। এই নিমিত্তই মনুষ্য আপনাদিগের ব্যবহারিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারেন না। অপর কোন একটি অলৌকিক অতিপ্রকৃত শক্তির উপর আত্মনির্ভর—আত্মসমর্পণ করেন। এই আত্মসমর্পণই মনুষ্যের ধর্ম্মভাব। অনেকে বলিয়া থাকেন, নীতিই আমাদিগের সুখের মূল ও দুঃখের নিবারক। কিন্তু তাহা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু নীতির অসম্পূর্ণতাদোষ অপরিহার্য্য। এই অংশেই নীতি ও ধর্ম্মে প্রভেদ। যদিও নীতিই ধর্ম্মের মূল; নীতিবিগর্হিত ধর্ম্মই আকাশকুসুম; কিন্তু যে নীতিতে অলৌকিক বিষয়ে আত্মসমর্পণ নাই, সে নীতি যে অসম্পূর্ণ ও অকিঞ্চিৎকর, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অলৌকিক বিষয়ে আত্মসমর্পণকেও যদি নীতি বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে, ঐ নীতি ও ধর্ম্ম একই হইল। তাদৃশী নীতি

ও ধর্ম্মে প্রভেদ নাই। নীতির বা ধর্ম্মের এই-যে ভাব, তাহাও সাধারণ ভাব। এই ধর্ম্ম বা নীতির মূলে অলৌকিক বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাসমাত্রই দৃষ্ট হইল। কারণ, অলৌকিক বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস ভিন্ন তাহাতে আত্মসমর্পণই অসম্ভব। ধর্ম্মের আর একটি অসাধারণ ভাব আছে। ধর্ম্মের সে ভাবটি কেবল শাস্ত্রাদির অধ্যয়ন বা তদনুমোদিত আচরণ দ্বারা অধিগত হইতে পারে না। শাস্ত্রাধ্যয়ন বা তদনুমোদিত আচরণ অর্থাৎ বিহিতের অনুষ্ঠান ও অবিহিতের অননুষ্ঠানের ফল কেবল চিত্তশুদ্ধিমাত্র। চিত্তশুদ্ধিও একান্ত প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু উহাই পুরুষার্থের শেষ নহে। কর্ম্ম সকল জ্ঞানাপেক্ষী এবং জ্ঞান ভক্তিমুখাপেক্ষী। এই নিমিত্তই ভক্তিশাস্ত্রপ্রধান শ্রীমদ্ভাগবতে বলিতেছেন,—

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥"

উপাধিরহিত অভেদাত্মক ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভাববিবর্জ্জিত হইলে সম্যক্ শোভা পায় না; সুতরাং সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ কাম্য কর্ম্ম বা অকাম্য কর্ম্ম ঈশ্বরে অনর্পিত হইয়া কিরূপে শোভা পাইতে পারে!—অর্থাৎ যদ্দ্বারা জীব সংসারে জড়িত হয়, যে জ্ঞান সেই উপাধির নিবর্ত্তক বলিয়া নিরঞ্জন, এবং নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সহিত আকারগত কোন ভেদ নাই বলিয়া যাহা ব্রহ্মভাবস্বরূপ, অতএব যাহাকে নৈষ্কর্ম্ম্য জ্ঞান বলা যায়, তাহাও ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিবর্জ্জিত হইলে সম্যক্ শোভা পায় না—অপরোক্ষ জ্ঞানরূপে সম্যক্ পরিণত হইতে পারে না। সুতরাং যাহার প্রবৃত্তি কোন কারণকে লক্ষ্য করিয়া নহে, সেই নিষ্কাম

কর্ম্মও যদি ঈশ্বরে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে, তাহা যে শোভা পাইবে না, তাহাতে বিচিত্র কি? সাধনকালে ও ফলকালে দুঃখরূপ কাম্যকর্ম্মের ত কথাই নাই।

"আময়ো যশ্চ ভূতানাং জায়তে যেন সুব্রত।
তদেব হ্যাময়ং দ্রব্যং ন পুনাতি চিকিৎসিতম্॥
এবং নৃনাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্ব্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে॥
যদত্র ক্রিয়তে কর্ম্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যৎ তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্॥
এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মন্ তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥"

যে দ্রব্য হইতে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহা কেবল সেই দ্রব্যের সেবনেই উপশমিত হইতে পারে না; কিন্তু ঐ রোগজনক দ্রব্যই আবার দ্রব্যান্তরসহযোগে প্রযুক্ত হইলে, উহা সেই রোগের শান্তিবিধান করিয়া থাকে॥ এইরূপে, কর্ম্মযোগমাত্রই সংসারপ্রাপ্তির কারণ; কিন্তু ভগবানে অর্পিত হইলে, ঐ কর্ম্মই আবার কর্ম্মবিনাশে সমর্থ হইয়া থাকে॥ ভক্তিযোগসমন্বিত জ্ঞান ভগবৎপরিতুষ্টির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অধীন; অর্থাৎ কি জ্ঞান কি কর্ম্ম কিছুই ভগবৎপরিতোষণার্থ অনুষ্ঠিত না হইলে, কোনই ফল উৎপাদন করিতে পারে না॥ পরব্রহ্ম ভগবানে সমর্পিত কর্ম্মই আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয়ের মহৌষধ॥ অতএব ভক্তিই পুরুষার্থের শেষ সাধনী। ভক্তির পৃথক্ সাধন নাই, ভক্তির বিশেষ বিশেষ অঙ্গ সকলই সম্মিলিত হইয়া

ভক্তিরূপে প্রকাশ পায়। শ্রদ্ধাই ঐ সকল অঙ্গের প্রধান সোপান। শাস্ত্রাদিতে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা হইতে সাধুসঙ্গ লাভ হয় এবং তদনন্তর ভগবদ্বিষয়ে রতি জন্মে। রতি হইলেই ভক্তির আবির্ভাব হয়। অতএব নীতি বা ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্যই ভগবদ্বিষয়ে রতি ও তদিতর বিষয়ে অরতি। যে ধর্ম্মাদি হইতে রতি লাভ হয় না, সে ধর্ম্মাদি বৃথা। শ্রীমদ্‌ভাগবতেও উক্ত হইয়াছে,—

> "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
> নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥
> স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
> অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥
> অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
> স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্ ॥"

যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে হরিকথায় রতি উৎপন্ন হয় না, সে ধর্ম্ম বৃথা এবং তদনুষ্ঠান বৃথা পরিশ্রম মাত্র। যে ভক্তি দ্বারা হরিতোষণ হয়, সেই ভক্তির প্রকাশক ধর্ম্মই মনুষ্যের পরম ধর্ম্ম। অতএব হরিতোষণই সকল ধর্ম্মের মুখ্য অসাধারণ ভাব। এই কারণেই জ্ঞানজিজ্ঞাসা ও কর্ম্মজিজ্ঞাসার পরও ভক্তিজিজ্ঞাসার অপেক্ষা থাকে। ঐ অপেক্ষা-বশতই ভগবান বাদরায়ণ ভক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন এবং দেবর্ষি তদনুসারে ভক্তির ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন,—আপনি আপনার শিষ্য জৈমিনি দ্বারা পূর্ব্ব-মীমাংসায় কর্ম্মজিজ্ঞাসা ও স্বয়ংই উত্তরমীমাংসায় জ্ঞানজিজ্ঞাসা করিয়াছেন। লোকের উপকারার্থই আপনার অবতার। এবং

আমার নিকট এই ভক্তিজিজ্ঞাসাও সেই লোকোপকারসাধনার্থ। আপনার অভিপ্রায়ানুসারে ভক্তিব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব। যদিও ইহাকে ভক্তির ব্যাখ্যা বলিব, কিন্তু ভক্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা আপনি স্বয়ংই করিবেন। ইহা আপনার কৃত উত্তরমীমাংসার অন্তর্গত অতি সঙ্ক্ষিপ্ত ভক্তিলক্ষণের ব্যাখ্যাচ্ছলে সূত্ররূপেই উক্ত হইবে। আপনি শ্রীমদ্ভাগবতে আপনার রচিত বেদান্ত-সূত্রের এবং তদন্তর্গত ভক্তিলক্ষণের ব্যাখ্যানভূত মৎকর্তৃক উক্ত এই ভক্তিসূত্রের সবিস্তার ব্যাখ্যা করিবেন। ইহাই প্রথম সূত্রের তাৎপর্য্য ॥ ১ ॥

সা ত্বস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা ॥ ২ ॥

অস্মিন্ (সমীপবর্ত্তিনি ভগবতি) পরমপ্রেমরূপা (অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং কায়বাঙ্মানসচেষ্টাদিরূপম্ আনুকূল্যেনানুশীলনং) তু (এব) সা ভক্তিঃ। তস্মিন্নিত্যত্র কস্মৈ ইতি পাঠান্তরম্। অর্থস্তু স এব ॥ ২ ॥

সর্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্য-পরিপূর্ণ নিজ অত্যাশ্চর্য্য লীলা দ্বারা জীবগণের আকর্ষণার্থ সমীপবর্ত্তী পরমপ্রেমাস্পদ ভগবানে তদন্য-অভিলাষ-বিবর্জ্জিত জ্ঞানকর্ম্মবৈরাগ্যাদি দ্বারা অনভিভূত প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক শারীর, মানস ও বাচনিক চেষ্টা এবং প্রীতিবিষয়াত্মক মানসিক ভাবরূপ অনুশীলন অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়িণী রোচমানা প্রবৃত্তিরই নামান্তর ভক্তি। ভক্তিপদবাচ্য উক্ত-অনুশীলনের তিনটি অবস্থা; সাধন, ভাব ও প্রেম। ইন্দ্রিয়-

সমূহের প্রেরণা দ্বারা সাধনীয় সামান্য অনুশীলনের নামই সাধন ভক্তি। ইহা জীবের হৃদয়নিহিত প্রেমকে উদ্দীপিত করে বলিয়াই ইহাকে সাধন ভক্তি বলে। শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপ, প্রেমসূর্য্যের অংশুসদৃশ, রুচি দ্বারা চিত্তের স্নিগ্ধতা-সম্পাদক অনুশীলনের নামই ভাবভক্তি। এই ভাব প্রেমের প্রথম অবস্থা। এই নিমিত্ত ভাব ঘনীভূত হইলেই তাহাকে প্রেম বলা যায়। বিষয়ভোগাকর্ষণ সত্ত্বেও সৌভাগ্য বশতঃ যখন জীবের বহির্মুখতার নিবৃত্তি হয়, তখন ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক ও কর্ম্মফল প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্বাসের সহিত চিত্ত অন্তর্মুখ হইয়া থাকে। ক্রমে তত্তদ্বিষয়ের কিছু কিছু আলোচনাতেও প্রবৃত্তি জন্মে। এইরূপে অপ্রাকৃত তত্ত্বের আলোচনা হইতে হইতে শ্রবণকীর্ত্তনাদি তত্তদ্বিষয়িণী অনুকূল ইন্দ্রিয়চেষ্টার সহিত উহা ক্রমে প্রেমরূপ চরম অবস্থায় উপনীত হয়। অতএব প্রেমই উক্ত চেষ্টার চরম ফল। উহাই ভক্তির স্বরূপ। উহা জীবের নিত্যধর্ম্ম। নিত্যধর্ম্ম হইলেও চিত্ত বিষয়প্রেমে বহির্মুখ হইয়া আত্মাকে আবরণ করিয়া রাখাতেই উহার প্রকাশ থাকে না। উহা হৃদয়ে ভগবত্তত্ত্বের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত বাসনারূপে আবৃত ভাবরূপে অবস্থান করে। সাধনভক্তি ঐ ভাবকে প্রকটিত করিয়া অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক অনুরাগকে ভগবন্মুখী করিয়া পরিশেষে তাঁহাতেই সমর্পণ করে।

সম্প্রতি ঐ ভক্তিতত্ত্বই বিচার্য্য হইতেছে; অর্থাৎ উক্ত জটিল লক্ষণ দ্বারা ভক্তিসম্বন্ধে আমরা কি বুঝিলাম, তাহাই সরল ভাষায় বুঝিয়া দেখিতে হইতেছে।

লক্ষণ হইতে দুইটি কথা পাওয়া যাইতেছে। প্রথম, প্রত্যক্ষাদি লৌকিক প্রমাণের অবিষয়ীভূত দূরবর্ত্তী অগম্য ভগবানকে যাহা নিকটবর্ত্তী করিয়া দেয়, যাহা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংঘটন করে, এক কথায় যাহা বাক্যমনের অতীত ভগবৎপদার্থকে আমাদিগের অঙ্গুলিনির্দ্দেশ্য করাইয়া দেয়, তাহাই ভক্তি। দ্বিতীয়, যাহা পরম-পুরুষার্থরূপ ভগবৎপ্রেম এবং যাহা উক্ত প্রেমের সাধক, তাহারই নাম ভক্তি। ঐ দুইটি কথাকে একটি করিলে, ভগবৎপ্রাপক প্রেমই ভক্তির লক্ষণ স্থির হয়। সুতরাং যাহা উক্ত প্রেম বা তাহার অঙ্গ নহে, তাহা ভক্তি-লক্ষণ-বর্জ্জিতই হইতেছে। ইহা অপেক্ষা সরল ভক্তিলক্ষণ আর হইতে পারে না। ভক্তির আরও অনেকেই অনেক প্রকার লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু সে গুলির কোনটি হয়ত উদ্দেশ্যের ব্যাপকই হয় নাই, আবার কোনটি হয়ত উদ্দেশ্য বিষয়কে অতিক্রম করিয়াই অনুদ্দেশ্য বিষয়কে স্পর্শ করিয়াছে।

উপরি-উক্ত ভক্তির সহিতই আত্মার নিত্য সম্বন্ধ। ভক্তি ইন্দ্রিয়শক্তির ন্যায় আত্মারই শক্তিবিশেষ। অতএব শক্তি ও শক্তিমানের যে সম্বন্ধ, ভক্তির সহিত আত্মারও সেই সম্বন্ধ। ভক্তিবর্জ্জিত আত্মা শূন্য পদার্থ—অলীক পদার্থ। যে আত্মাতে ভক্তি পরিলক্ষিত না হয়, সে আত্মাতেও যে ভক্তি নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। সে আত্মাতেও ভক্তি অন্যরূপে অন্য আকারে বিরাজ করিতেছে। ভক্তি জীবের চক্ষু, উহা জীবের বিবেকের সার রহস্য; উহা হৃদয়রূপ আকরে নিহিত বিশুদ্ধ বাসনারত্ন—প্রেমরত্ন। সুতরাং দৃশ্যবস্তুর সহিত দর্শনে-

ন্দ্রিয়ের, বিজ্ঞেয় বস্তুর সহিত বিজ্ঞানের, ক্রেয় বস্তুর সহিত বিনিময়সাধক মুদ্রাদির যে সম্বন্ধ, ভগবানের সহিত ভক্তিরও সেই সম্বন্ধ। ভক্তি জীবাত্মার চক্ষু। জীবাত্মা ভক্তির সাহায্যে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। শরীরের সদৃশ আত্মারও চক্ষু আছে, ভক্তিই আত্মার চক্ষু।

অনেকেই মনে করেন, অলৌকিক পরমেশ্বরের প্রাপ্তির সাধন যাহা, তাহা অবশ্যই অলৌকিক অর্থাৎ লৌকিক হইতে একান্ত বিসদৃশ হইবে। কিন্তু আমরা এই কথার অর্থই বুঝিতে পারি না। পরমেশ্বর অলৌকিক তত্ত্ব হইলেও লৌকিক তত্ত্ব হইতে একান্ত বিসদৃশ নহেন। লৌকিক সংসার তাঁহার অলৌকিক সংসারেরই প্রতিরূপ। জীবের সংসার ভগবৎসংসারের ছায়া। তিনি জীবকে যেরূপ নিজের সাদৃশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবের সংসারকেও তদ্রূপ নিজের অপ্রাকৃত সংসারের অনুরূপেই রচনা করিয়াছেন। প্রভেদের মধ্যে তিনি পূর্ণ, জীব অপূর্ণ; তদীয় সংসার অপ্রাকৃত, জীবের সংসার প্রাকৃত। অতএব অংশভূত জীব, অংশী পরমেশ্বরকে যে সাধন দ্বারা প্রাপ্ত হইবেন, সেই সাধন প্রাকৃতিক পদার্থ হইতে একান্ত বিসদৃশ নহে। ঐ সাধনই ভক্তি। ঐ ভক্তির সাহায্যেই জীব প্রাকৃত সংসার অতিক্রম করিয়া অপ্রাকৃত ভগবৎসংসার প্রাপ্ত হইবেন। যাহা এই প্রাকৃতিক পদার্থনিচয়ের সহিত কোন সাদৃশ্যই—কোন সম্বন্ধই—রাখে না, তাহা জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির সাধক নহে, সুতরাং তাহা ভক্তিও নহে। সত্য বটে, ভক্তি পরমেশ্বরতত্ত্বে আরোহণের প্রথম সোপান; কিন্তু উহা শেষ সোপান—উচ্চতম

সোপান নহে, তাহা কে বলিল। উহাই আদি, উহাই অন্ত। উহাই জীবের প্রথম অবলম্বন, উহাই জীবের চরম আশ্রয়। ভক্তি ব্যতিরেকে ভগবত্তত্ত্বের নিকটই গমন করা যায় না। ভক্তি ঐ তত্ত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস মাত্র উৎপাদন করাইয়াই বিনিবৃত্ত হয়, উহা আর অধিকদূর গমনে সমর্থ হয় না, এরূপ ধারণা ভ্রান্ত ধারণা। কারণ, সাধারণ জ্ঞানই ঐ বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়া থাকে। যে জ্ঞান ভগবত্তত্ত্বের অস্তিত্বে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয়, ভক্তি সেই জ্ঞানের সারাংশ—চরম অবস্থা। জ্ঞান ভূয়োদর্শনের—পরীক্ষার ফল—তর্কযুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ জ্ঞান আস্তিক মাত্রেরই আছে। কিন্তু আস্তিক হইলেই যে ভক্ত হইতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। ভক্তি, প্রকৃত অর্থে অতি অল্পসংখ্যক আস্তিকেই দেখা গিয়া থাকে। ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ—ভগবানের সহিত মিলন—অত্যল্প আস্তিকের ভাগ্যেই ঘটে। আমরা কি সকলেই ভগবানকে দর্শন করিয়া থাকি? যদি না করি—যদি আমাদিগের ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ না হইয়া থাকে, তবে কেমন করিয়া বলিব যে, আমাদিগের ভক্তি আছে, আমরা ভগবদ্ভক্ত। আমরা আমাদিগের সম্মুখে প্রতিনিয়ত যে সকল বস্তু দর্শন করিতেছি, ইহাদিগের প্রত্যক্ষে কি আমাদিগের কোনরূপ সংশয় আছে? আমরা কেহ কি কোন দিন ইহার অপলাপ করিতে পারি? যাঁহার দর্শনশক্তি নাই, তিনি ভিন্ন আর কেহই প্রত্যক্ষে সন্দেহ করিতে পারিবেন না,—কেন? যেহেতু উহা আমাদিগের ঐন্দ্রিয়িক জ্ঞান; ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানে তর্কের অপেক্ষা নাই, আমাদিগের

ইন্দ্রিয়ই উক্ত জ্ঞানের সাক্ষী। ইন্দ্রিয়ই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কোন তর্কযুক্তিই প্রত্যক্ষ পদার্থের অস্তিত্বে ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে পারে না। পরিদৃশ্যমান প্রত্যক্ষ বিষয়ের অস্তিত্বে আমাদিগের যাদৃশ বিশ্বাস, ভগবানের বা তাঁহার গুণগ্রামের অস্তিত্বে কি আমাদিগের তাদৃশ বিশ্বাস আছে? ইন্দ্রিয় যেরূপ প্রত্যক্ষ পদার্থ সকলকে দর্শন করিতেছে, আমাদিগের আত্মা কি তদ্রূপ সর্ব্বব্যাপী বিভু ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিতেছে? আমরা পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, ইহা অস্বীকার করি না, কিন্তু আমাদিগের উক্ত বিশ্বাসই যে ভক্তি, তাহা স্বীকার করিতে পারি না। আমাদিগের জ্ঞানে তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিভাত হইতেছে বটে, কিন্তু আমাদিগের আত্মাতে কি তাঁহার অস্তিত্ব প্রস্ফুরিত হইতেছে? সম্প্রতি এই অমীমাংসিত প্রশ্নেরই মীমাংসার প্রয়োজন হইয়াছে। আমরা যদি প্রকৃতপক্ষে পরম পুরুষার্থের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া থাকি, তাহা হইলে, কখনই তাঁহার নির্ব্বিশেষ অবস্থার কল্পনামাত্রেই পরিতৃপ্ত হইতে পারি না। তৎসিদ্ধিতে সবিশেষ—সশক্তিক, লীলাময় পুরুষের ধারণা চাই।

আমরা পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য জ্ঞানকর্ম্মাদি বিবিধ সাধনের অনুশীলন করিতে পারি, কিন্তু ভক্তি ভিন্ন সকল অনুশীলনই ব্যর্থ হইয়া যায়। যেহেতু একমাত্র ভক্তিই উহার সাধন। আমরা যথানিয়মে ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে পারি, বিবিধ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারি, কিন্তু ভক্তির নিকট উহারা অকিঞ্চিৎকর। উহারা ভক্তির কণামাত্রই নহে। আমরা কত শত শাস্ত্রের

আলোচনা করিতে পারি, কতই নিয়ম পালন করিতে পারি, কত তীর্থে কত ধর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিতে পারি, কিন্তু উহারা আমাদিগের পুরুষার্থসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল নহে। উহারা আমাদিগকে তদ্বিষয়ে বিশেষ কোন সহায়তা করে না। কারণ, উহারা যদি তৎসিদ্ধির পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইত, তাহা হইলে, আমরা বারংবার রিক্তহস্তে শূন্যহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিতাম না। অথবা ঐ সকল অনুষ্ঠানের পরও পুনর্ব্বার মায়াজালে জড়িত ও বিষয়ান্ধকূপে পতিত হইতাম না। পক্ষান্তরে যে হৃদয়ে ভক্তির কণিকামাত্রও উদিত হইয়াছে, সে হৃদয় আর কখনই শূন্য দেখা যায় নাই। তাদৃশ ব্যক্তিকে আর কস্মিন্ কালেও বিষয়ে আসক্ত হইতে দেখা যায় নাই। ভক্তের হৃদয়ে কোন দিনই ভগবানের পবিত্র আবির্ভাবের ব্যভিচার ঘটে না। ভক্তের সংসারের প্রত্যেক বস্তুতেই ভগবানের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিফলিত হইতে থাকে। সত্য বটে, প্রলোভনময়ী প্রকৃতি জীবকে সদা সর্ব্বদা নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া ভগবদ্বহির্ম্মুখ করিয়া দিতেছে; জীব প্রকৃতির আবরণে আবৃত হইয়া চতুর্দ্দিক অন্ধকারময় দেখিতেছে; কিন্তু ভক্তির অভ্যুদয়ে সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে। তদুদয়ে জীবের নিখিল বৃত্তিই অন্তর্মুখতা অবলম্বন করে। তখন প্রকৃতিপট আপনা হইতেই উন্মুক্ত হইয়া যায়। ভগবানের লাবণ্যে হৃদয়ের অন্ধতম প্রদেশ সকল সমালোকিত হয়। দুঃখময় সংসার তখন সুখময়রূপেই প্রতিভাত হইতে থাকে। সর্ব্ববিধ বাসনাই উন্মূলিত হইয়া যায়। জ্ঞানকর্ম্মাদির আবরণ ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন

ও বিধ্বস্ত হইয়া যায়। দূরবর্ত্তী ভগবানকে নিকটবর্ত্তী ও বশবর্ত্তী করিয়া দেয়। তখন সকল চেষ্টাই প্রাতিকূল্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনুকূল্য ভাব ধারণ করে। তখন সংসারে আসক্তি না থাকিলেও তদ্বিদ্বেষরূপ বৈরাগ্য হৃদয়ে স্থান পায় না। কারণ, তৎকালে সেই সংসার সুখশান্তির নিকেতন হইয়া পড়ে। সেই সময়, সংসারবিদ্বেষ—বৈরাগ্য না থাকিলেও সংসারের ভয়ঙ্কর আকর্ষণের অভাবে সংসারবন্ধন আপনা হইতেই শিথিল হইয়া থাকে। তৎকালে ভগবান ভিন্ন আর কিছুই চিত্তে স্থান পায় না। অতএব ভক্তি ভিন্ন ভগবৎসঙ্গসংঘটনের দ্বিতীয় উপায় নাই। প্রকৃতির আকর্ষণে যে ঈশ্বরবিস্মৃতি ঘটে, ভক্তির উদয়ে তাহা অপগত হয়। কারণ, ঈশ্বর তখন চিত্ত অধিকার করিয়াই বিরাজ করিতে থাকেন। ঐ ভক্তি যে কেবল অপ্রত্যক্ষ পরমেশ্বরকে এই প্রকারে প্রত্যক্ষ করাইয়া ক্ষান্ত হয়, তাহা নহে, উহা জীবকে ঈশ্বরে ও ঈশ্বরকে জীবহৃদয়ে সংস্থিত করে। ভক্তের হৃদয় ভগবানের নিত্য আবাস। অতএব ভক্তহৃদয়ে অন্য কিছুই স্থান পাইতে পারে না। এই সকল কারণেই ভক্তি ভিন্ন জীবের হৃদয়কে সহজে পরিশুদ্ধ করার অন্য উপায় দেখা যায় না। ভক্তির উদয়ে তাহা আপনা হইতেই পরিশুদ্ধি লাভ করে। তখন বামে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে ঊর্দ্ধে অধোভাগে সর্ব্বত্রই যদি পরমেশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করিতে লাগিলাম, তিনি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিতে প্রতিভাত না হইল, তিনি ভিন্ন আর কিছুই যদি আমাদিগের চিত্তাকর্ষণের—ভালবাসার সামগ্রী না রহিল, তাহা হইলেই অবাধে আত্মরক্ষায়—ভীষণ সাংসারিক

প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষায়—সমর্থ হইলাম। পরমেশ্বরকে প্রিয়তম ভাবিতে না পারিলে, নিখিল আকর্ষণ—বন্ধন হইতে বিমুক্তিরূপ পরমপুরুষার্থ লাভ হইতে পারে না। সকল ভাল-বাসা—দেহ গেহ, বিষয় বিভব, পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি যাবদীয় ভালবাসা—তাঁহাতে অর্পণ করিতে না পারিলে তাঁহাকে প্রিয়তম ভাবনা করা যাইতে পারে না। এই নিমিত্তই দেবর্ষি ভক্তির লক্ষণ করিলেন,—"পরমেশ্বরে পরম প্রেমই ভক্তি।" এই কারণেই দৈত্যকুলপাবন প্রহ্লাদ শ্রীনরসিংহ দেবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "প্রভো! অবিবেকী ব্যক্তি সকলের বিষয়ে যে অনপায়িনী প্রীতি পরিদৃষ্ট হয়, তোমার স্মরণে যেন আমার সেই প্রীতি হৃদয়ে স্থান পায়; উহা যেন আর আমার হৃদয় হইতে অপসৃত না হয়, অর্থাৎ সকল প্রেমই যেন তোমাতেই সমর্পণ করিতে পারি।"

অমৃতস্বরূপা চ ॥ ৩ ॥

ঐ ভগবৎপ্রেমরূপা ভক্তি অমৃতস্বরূপা। অমৃতস্বরূপত্বই ভক্তির অপর লক্ষণ। সমুদ্রমন্থনোত্থিত রোগশোকজরামরণা-দিনাশন দেবভোগ্য মহৌষধ বিশেষের নাম অমৃত। ভক্তি ঐ অমৃতের সদৃশ। ভগবল্লীলাবারিধির মন্থনেই ঐ ভক্তিরূপ অমৃত উত্থিত হয়েন। উহা ভগবৎপ্রেমিক সাধুজনের সেব্য। উহার সেবায় নিখিল ভবরোগের ক্ষয়, আধ্যাত্মিকাদি তাপ-ত্রয়ের উন্মূলন এবং পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদিরূপ সংসারাবর্ত্তের বিলয় হয়। অতএব প্রকৃত অমৃতের সহিত উহার প্রভূত

প্রভেদ। ঐ প্রভেদ সত্ত্বেও অন্য দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব বশতই অমৃতের সহিত উহার সাদৃশ্য উক্ত হইয়াছে। এই নিমিত্তই পরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন ;—

যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতো ভবতি
তৃপ্তো ভবতি ॥ ৪ ॥

যাহা লাভ করিয়া পুরুষ সিদ্ধ হয়েন, অমর হয়েন, তৃপ্ত হয়েন। প্রাকৃত অমৃত লাভ করিয়াই দেবগণ আপনাদিগকে সিদ্ধ, অমর ও তৃপ্ত বোধ করেন বটে, কিন্তু তল্লাভে প্রকৃত সিদ্ধি, প্রকৃত অমরত্ব বা প্রকৃত তৃপ্তি লাভ হয় না। যদি তাহা হইত, তবে দেবতাগণের ঈর্ষা, দ্বেষ, ভয় বা অসন্তোষ প্রভৃতি লক্ষিত হইত না। স্বর্গে যে ঐ সকল দোষ আছে, তাহা চিরপ্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিকে স্বর্গসুখ হেয়, অকিঞ্চিৎকর ও ক্ষণভঙ্গুর বিবেচনা করিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট সুখাদি লাভের চেষ্টায় চেষ্টিত দেখা যায়। তাঁহাদিগের তাদৃশী চেষ্টার সাফল্যও শ্রবণ করা যায়। অতএব ভক্তির পরমপুরুষার্থপ্রদত্ব অবিসংবাদী।

আরও বলিতেছেন ;—

যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি
ন রমতে নোৎসাহী ভবতি ॥ ৫ ॥

যিনি ভক্তিরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি আর কিছুই বাঞ্ছা করেন না, তিনি আর কখন শোকগ্রস্ত হয়েন না, কোন

বিষয়েই দ্বেষ করেন না, বিষয়ান্তরে আসক্ত হয়েন না, বা কোন বিষয়ের জন্য প্রয়াসও করেন না।

এই সংসারে সুখলাভের জন্য জীবকে অনেক সাধনই অবলম্বন করিতে দেখা যায়। কিন্তু ঐ সকল সাধনের অবলম্বনে কেহ কখন নির্বাসন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এরূপ শুনা যায় না। অথবা তদ্দ্বারা কাহারও আকাঙ্ক্ষাদির বিনিবৃত্তি হইয়াছে, এরূপও শুনা যায় না। পক্ষান্তরে ভক্তের বাসনাবিরহ বা আকাঙ্ক্ষাদির বিনিবৃত্তির প্রভূত নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব ভক্তিই সকল সাধনের শ্রেষ্ঠ সাধন।

উহা যে কেবল কর্ম্মরূপ সাধন হইতেই উৎকৃষ্ট তাহা নহে, পরন্তু জ্ঞান হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহাই বলিতেছেন ;—

যজ্‌জ্ঞাত্বা মত্তো ভবতি স্তব্ধো ভবত্যাত্মারামো ভবতি ॥ ৬ ॥

ভক্তিতত্ত্ব বিজ্ঞাত হইলে, জীব তাহাতেই মত্ত হয়েন, বিরতপ্রযত্ন হয়েন ও আত্মারাম হয়েন।

ভক্তি অন্ধতা আনয়ন করে না ; পরন্তু সাধককে জ্ঞানের চরমসীমায় উপনীত করিয়া রাগোন্মত্ত করিয়া তুলে, সুতরাং তৎকালে তাঁহার আর অন্য প্রযত্ন থাকে না। তখন তিনি আত্মাতেই রত হয়েন। জ্ঞানীকেও আত্মারাম বলা হয়, কিন্তু ভক্তই প্রকৃত আত্মারাম। জ্ঞানীর জ্ঞান নিস্তরঙ্গ ; ভক্তের জ্ঞান তরঙ্গায়িত। উহা তাঁহাকে প্রতিপদেই অভিনব আনন্দ প্রদান করিতে থাকে। যে জ্ঞানে তরঙ্গ নাই, সে জ্ঞানও জড়তা আনয়ন করিয়া থাকে। জ্ঞানীর জড়ত্ব অপরিহার্য্য ; ভক্তের

কিন্তু ঐরূপ জড়ত্বের কোন সম্ভাবনা নাই। ভক্ত ভগবল্লীলারসাস্বাদনে চরিতার্থতা অনুভব করিতে থাকেন। তাহাতে তাঁহার আত্মারামতার বাধা হয় না; কারণ, আত্মার আত্মা পরমাত্মাতেই যাঁহার রতি, তাঁহার আবার আত্মারামতার বাধা কি! অতএব ভক্তিই জীবের চরম সাধন।

সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ ॥ ৭ ॥

ঐ ভক্তি সকাম নহে। কারণ, ভক্তি স্বয়ং নিরোধরূপা।

ভগবৎপ্রীতিকামনায় ভক্তির পর্য্যবসান দৃষ্ট হইয়া থাকে। তদ্দর্শনে আপাততঃ ভক্তিকে সকাম বলিয়াই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু তাদৃশ অনুমানের মূলই অশুদ্ধ। যেহেতু ভক্তির মূলে সর্ব্ববিধ বাসনার নিরোধই অবস্থান করে। যেখানে কামনা থাকে, সেখানে ভক্তি থাকে না। যেখানে কোন কামনাই নাই, সেই স্থানেই ভক্তির প্রসার। আমরা সাধারণত কামনা বলিতে যাহা বুঝি, ভগবৎপ্রীতিকামনা তাহা নহে। সর্ব্ববিধ কামনার নিরোধেই ভগবৎপ্রীতিকামনার ভগবৎপ্রীতির অভ্যুদয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহার অভ্যুদয়ের নিমিত্ত কোন কামনাই করিতে হয় না। যখন সকল কামনার স্রোত নিরুদ্ধ হইয়া যায়, তখন ভগবৎপ্রেমপ্রবাহ আপনা হইতেই উচ্ছ্বলিত হয়। বস্তুতঃ ঐ প্রবাহ পূর্ব্বোক্ত নিরোধ হইতে অতিরিক্ত নহে। এই নিমিত্তই দেবর্ষি বলিলেন, নিরোধই ভক্তির স্বরূপ। ঐ নিরোধ কি, তাহাই পরবর্ত্তী সূত্রে বলিতেছেন ;—

নিরোধস্তু লোকবেদব্যাপারন্যাসঃ ॥ ৮ ॥

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মের সন্ন্যাসই নিরোধ শব্দের অর্থ। যতদিন পর্য্যন্ত লৌকিক বা বৈদিক কর্ম্মে জীবের প্রবৃত্তি থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত হৃদয়ে ভক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যখনই ঐ সকল প্রবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, তখনই ভক্তির প্রকাশ দেখা যায়। কর্ম্মমাত্রই ফলোদ্দেশ্যক। কি লৌকিক কর্ম্ম কি বৈদিক কর্ম্ম সকলই কোন না কোন ফলের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভক্তির অনুষ্ঠানে ফলোদ্দেশ্য নাই। ভগবৎপ্রীতি ভক্তির ফল নহে; উহা স্বতঃসিদ্ধ। উহাদের পরস্পর জন্য-জনকতা সম্বন্ধ নাই। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তি জন্মে, তৎপ্রতি ভগবৎপ্রীতি আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তথাপি যদি ভগবৎপ্রীতিকে ভক্তির ফল বলা হয়, তাহাতে ভক্তির সকামত্ব ঘটিতেছে না। কারণ, অন্যের নিরোধে যাহার অভ্যুদয় হয়, তাহাকে কখনই সকাম বলা যায় না। আমরা স্বর্গসুখকামনায় যজ্ঞ করি। যজ্ঞ কর্ম্মবিশেষ; স্বর্গসুখপ্রাপ্তি তাহার ফল। যজ্ঞ করিলে স্বর্গসুখ প্রাপ্তিরূপ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই আমাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠান। যজ্ঞে দেবতাগণ অর্চ্চিত হইয়া আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হয়েন এবং আমাদিগকে স্বর্গভোগের অধিকার প্রদান করেন। তদনুসারে আমরা স্বর্গে গমন পূর্ব্বক কামনানুরূপ সুখসম্পত্তি ভোগ করিয়া থাকি। ঐ সুখসম্পত্তি ভোগের জন্যই আমাদিগের যজ্ঞানুষ্ঠান। এই নিমিত্তই যজ্ঞকে সকাম কর্ম্ম বলা হয়। ভগবৎপ্রীত্যুদ্দেশ্যক ভক্তি কিন্তু সেরূপ নহে। ভগবৎপ্রীতিসুখ ভোগের নিমিত্ত ভক্তি অনুষ্ঠিত হই-লেও ভগবান অর্চ্চিত হইলেও তদর্চ্চনায় দেবার্চ্চনায় যেরূপ

দেবতা হইতে অতিরিক্ত স্বর্গসুখ ভোগের লাভ হয়, তদ্রূপ ভগবান হইতে অতিরিক্ত কোন সুখই লাভ হয় না। ভগবদর্চ্চনায় ভগবৎপ্রীতি ভগবৎপ্রেম ভগবৎসঙ্গসুখ প্রভৃতি যাহা কিছু লাভ হয়, তাহার কোনটিই ভগবানের স্বরূপ হইতে অতিরিক্ত নহে। ভগবান স্বয়ংই প্রেমরূপ সুখস্বরূপ। বিশেষতঃ যজ্ঞে ও স্বর্গসুখে কার্য্যকারণভাব আছে, ভক্তি ও ভগবৎপ্রেমে তাহা নাই। স্বর্গসুখভোগকালে তৎকারণীভূত যজ্ঞ থাকে না, তাহা ফলোৎপাদন করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ভক্তিই ভগবৎপ্রেমরূপে প্রকাশ পায়। ভগবৎপ্রেমের অভ্যুদয়ে ভক্তির নাশ হয় না। ভগবৎপ্রেমিকই ভক্ত। ভক্তের ভক্ত্যনুষ্ঠানের মূলে, যেরূপ যাজ্ঞিকের যজ্ঞানুষ্ঠানের মূলে আত্মসুখেচ্ছা থাকে, সেরূপ কিছুই থাকে না। তিনি আত্মসুখেচ্ছায় বিসর্জ্জন দিয়াই ভক্ত হয়েন। তবে চরমে তিনি যে বিপুল সুখস্বরূপ ভগবানকে উপভোগ করেন, তাহা স্বতন্ত্রেচ্ছু ভগবানের ইচ্ছানুসারেই হইয়া থাকে। উহা ভক্তের ইচ্ছাধীন নহে। যাহা আত্মসুখেচ্ছায় অনুষ্ঠিত হয় এবং যাহার ফল উপাস্য হইতে অতিরিক্ত তাহাই সকাম। এই নিমিত্তই সতীর স্বামিসেবা সকাম বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। ভক্তের ভক্তি আত্মসুখেচ্ছায় অনুষ্ঠিত হয় না, এবং তাহার ফল ভগবৎপ্রেমসুখ ভগবান হইতে অনতিরিক্ত, অতএব ভক্তি সকাম নহে। পরন্তু উহা সর্ব্ববিধ ব্যাপারের ত্যাগরূপ নিরোধেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। ঐ নিরোধ কেবল সর্ব্ববিধ ব্যাপারের ত্যাগ নহে; উহা আরও কিছু, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন ;—

তস্মিন্ননন্যতা তদ্বিরোধিষূদাসীনতা চ ॥ ৯ ॥

শ্রীভগবানে একনিষ্ঠা অর্থাৎ অনন্যমমতা এবং তদ্বিরোধী বিষয়ে উদাসীনতা নিরোধ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে।

অন্যাশ্রয়াণাং ত্যাগোঽনন্যতা ॥ ১০ ॥

শ্রীভগবান ভিন্ন অন্য আশ্রয়ের পরিত্যাগই তাঁহাতে একনিষ্ঠা।

ভগবদেকনিষ্ঠ ব্যক্তি তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। তিনি আহারে বিহারে শয়নে জাগরণে সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই আপনাকে তদাশ্রিত বিবেচনা করিয়া থাকেন। তাঁহার কোন বিষয়েই আত্মনির্ভরতাও দেখা যায় না, অথবা তিনি সুখের জন্য বা দুঃখপরিহারের নিমিত্ত কি দেবতা কি মানব কাহারও আশ্রয় প্রার্থনা করেন না। সকল বিষয়েই শ্রীভগবানের কৃপায় আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ তদেকনিষ্ঠা ভিন্ন ভক্তির উদয় হয় না। ইহাই ভক্তির মুখ্য লক্ষণ।

লোকবেদেষু তদনুকুলাচরণং তদ্বিরোধিষূদাসীনতা॥১১॥

ঐ একনিষ্ঠারূপ অনন্যতা আবার লৌকিক ও বৈদিক আচারের অনুবর্ত্তন এবং তদ্বিরুদ্ধ আচারের পরিবর্জ্জন ভিন্ন ঘটে না। বেদ ও তদনুগত শাস্ত্র সকলে বিহিত আচারের অনুষ্ঠান করিতে করিতেই এবং তদ্বিরোধী আচার সকলে শ্রদ্ধারহিত হইয়া তাহাদিগের পরিবর্জ্জন করিতে করিতেই শ্রীভগবানে একনিষ্ঠা জন্মে। ঐ একনিষ্ঠাই নির্ব্বাসন অবস্থা লাভের একমাত্র সাধন। যাহাতে তাদৃশী একনিষ্ঠা নাই, এরূপ কর্ম্ম বা

জ্ঞান ঐ অবস্থা প্রদান করিতে পারে না। কারণ যাহাতে একনিষ্ঠা নাই, সে কর্ম্ম বা জ্ঞান অবশ্য বহুনিষ্ঠ হইবে, যাহা বহুনিষ্ঠ, তাহাই বিক্ষেপক। চিত্তের বিক্ষিপ্ত অবস্থা কখনই নির্ব্বাসন অবস্থা হইতে পারে না। আবার ঐ সকল কর্ম্ম কথঞ্চিৎ একনিষ্ঠ হইতে পারিলেও তাহাতে পরম-পুরুষার্থ-সিদ্ধি অসম্ভব। ভগবদেকনিষ্ঠতা ভিন্ন অন্যরূপ একনিষ্ঠাতে প্রেমরসের শোষণের সম্ভাবনা অধিক। প্রেমরস শুষ্ক হইলে নীরস হৃদয়ে আনন্দোৎস উচ্ছ্বলিত হইতে পারে না। অতএব পরমপুরুষার্থের সিদ্ধিও অসম্ভব হইয়া পড়ে॥

ভবতু নিশ্চয়দার্ঢ্যাদূর্দ্ধ্বং শাস্ত্ররক্ষণম্ ॥১২॥

ঐ লোক-বেদ-মর্য্যাদার রক্ষণও শ্রীভগবানে দৃঢ় শ্রদ্ধা না জন্মিলে হইতে পারে না। যতদিন না শ্রীভগবানে একান্ত বিশ্বাস জন্মে, ততদিন লোকে শাস্ত্রমর্য্যাদা সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারে না। যখন বিশ্বাস জন্মে, তখন সুখই হউক আর দুঃখই হউক, তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারা যায়। আর এক কথা, শ্রীভগবানে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, শাস্ত্রমর্য্যাদার দিকে দৃষ্টি করিতেও হয় না। উহা আপনা হইতেই রক্ষিত হয়। শ্রীভগবানে দৃঢ়বিশ্বাসসম্পন্ন ব্যক্তির আচারই শাস্ত্রীয়াচার। তাঁহাদিগের এমন কোন আচরণই থাকিতে পারে না, যাহা অশাস্ত্রীয় বা শাস্ত্রবিগর্হিত হইবে।

অন্যথা পাতিত্যাশঙ্কয়া ॥ ১৩ ॥

তবে যে কোথাও তাদৃশ দৃঢ়বিশ্বাস ভিন্নও শাস্ত্রীয় আচার পরিরক্ষণের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়, সে কেবল পাতিত্য আশঙ্কাতেই

জানিতে হইবে। শ্রীভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিলে, তাঁহাতে অনন্যমমতার অভ্যুদয় হয়। তদুদয়ে শাস্ত্রের বা তদুক্ত আচারের প্রতি লক্ষ্য থাকে না। তদবস্থায় তাঁহার প্রেম তাঁহার অনুরাগ তাঁহাকে যাহা করায়, তিনি তাহাই তাহাই করেন। কিন্তু তাহা হইলে, অনেক বিচার করিয়াই লৌকিক ও বৈদিক আচার দেখিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। এইরূপ প্রবৃত্তি শাস্ত্রীয় শাসনের অনুগতই হইয়া থাকে। তদনুগতি ভিন্ন পাতিত্য জন্মিবে, এই ভয়েই তাদৃশী প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে॥

লোকোঽপি তাবদেব কিন্তু ভোজনাদি-
ব্যাপারস্ত্বাশরীরধারণাবধি ॥ ১৪ ॥

লৌকিক আচারও বৈদিক আচারের ন্যায় তাবৎ পর্য্যন্তই জানিতে হইবে। কিন্তু ভোজনাদিব্যাপার শরীরধারণ পর্য্যন্তই থাকে।

শ্রীভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিলে, জীবের লৌকিক আচারের প্রতিও বিশেষ লক্ষ্য থাকে না। যদিও তিনি তদবস্থায় লোক-ক্ষয়কর কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হয়েন না, কিন্তু লোকের সুখা-সুখের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি থাকে না, ইহা স্থির। কারণ, অন্য দিকে দৃষ্টি করিতে গেলে, তাঁহার তদেকনিষ্ঠত্বের ব্যাঘাত জন্মে। কিন্তু তদবস্থাতেও শরীরধারণোপযোগী ভোজনাদি ব্যাপারের অভাব হইতে পারে না। ভোজনাদি ব্যাপারের অভাবে জীবনের অভাব এবং তদভাবে তদেকনিষ্ঠত্বের ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই ভোজনাদিব্যাপারের অবসান হয় না। বিশেষতঃ উহাও ভগবন্নিষ্ঠত্বের বাধক না হইয়া বরং তদানুকূল্যই করিয়া

থাকে। অতএব তাহাতে কোন দোষ হয় না। আনুকূল্য বর্জ্জনীয় নহে। আনুকূল্যবর্জ্জনে প্রাতিকূল্য ঘটে॥

তল্লক্ষণানি বাচ্যন্তে নানামতভেদাৎ ॥ ১৫ ॥

অনন্তর নানামতভেদানুসারে ভক্তির লক্ষণ সকল বলিতেছেন।

ভক্তির তত্ত্ব সম্বন্ধে মতভেদ না থাকিলেও ভিন্ন ভিন্ন ঋষিকৃত ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দিগ্‌দর্শনার্থ তাহারই দুই একটি বলিতেছেন॥

পূজাদিষ্বনুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ ॥ ১৬ ॥

বেদব্যাসের মতে শ্রীভগবানের পূজা প্রভৃতিতে অনুরাগই ভক্তির লক্ষণ॥

কথাদিষ্বিতি গর্গঃ ॥ ১৭ ॥

গর্গ মুনির মতে শ্রীভগবানের লীলাকথাদিতে অনুরাগই ভক্তির লক্ষণ॥

আত্মরত্যবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ ॥ ১৮ ॥

আত্মরতির অবিরোধে তৎপূজাদিতে অনুরাগই ভক্তি, ইহা শাণ্ডিল্য মুনির মত।

বস্তুতঃ উক্ত মতত্রয়ে আভ্যন্তরিক কোনই বিরোধ দেখা যায় না। ভগবানে রতি এবং তাঁহার পূজাতে বা তাঁহার কথাদিতে রতি একই কথা। আবার আত্মরতির—ভগবদ্রতির অবিরোধে পূজাদিতে অনুরাগ বলিতে ভগবানেরই পূজাদিতে অনুরাগ বুঝিতে হয়। অতএব উক্ত তিন লক্ষণেই

শ্রীভগবানে অনুরাগ শ্রীভগবানে পরম প্রেমই ভক্তির স্বরূপে বোধিত হইতেছে। শ্রীভগবানে প্রেমই যে ভক্তি, ইহা ভক্ত মাত্রই স্বীকার করিবেন। অতএব শব্দগত বাহ্য পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও অর্থগত আন্তর ঐক্য স্থির হইতেছে। এই নিমিত্তই পূর্ব্ববর্ত্তী ঋষিগণের মত সকল ক্রোড়ীকৃত করিয়া দেবর্ষি পুনর্ব্বার ভক্তির স্বরূপলক্ষণ পরিষ্কৃত করিতেছেন ;———

নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি॥ ১৯॥

শ্রীভগবানের পরম প্রেমই ভক্তি। ঐ ভক্তির উদয়ে নিখিল কর্ম্মের শ্রীভগবানে অর্পণ ও তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা জন্মে।

আমরা ইহ সংসারে যাঁহাকে প্রিয় বিবেচনা করি, আমাদিগের অনুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্ম তদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত হওয়াতে তত্তৎকর্ম্মের ফল তাঁহাতে অর্পিত হইয়া থাকে। আবার সূক্ষ্মভাবে বিচার করিয়া দেখিলে, আত্মাকেই একমাত্র প্রিয় বস্তু বলিয়া স্থির করা যায়। সুতরাং আমাদিগের নিখিল কর্ম্মই স্বার্থমূলক হইয়া পড়ে। অতএব আমাদিগের ঐ প্রিয়তা যখন আত্মার আত্মা ভগবানে ন্যস্ত হয়, তখন নিখিল কর্ম্মও সেই ভগবানে অর্পিত হইয়া থাকে। একান্ত প্রিয় বস্তুর বিস্মরণে যে অত্যন্ত ব্যাকুলতা জন্মে, তাহাও প্রসিদ্ধ॥

অস্ত্যেবমেবম্॥ ২০॥

ভক্তের সমস্ত কর্ম্মের শ্রীভগবানে অর্পণ ও তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতার দৃষ্টান্তও প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহা যে কেবল কল্পনা গত তাহা নহে॥

যথা ব্রজগোপিকানাম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজগোপিকাগণই উহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ॥

সত্য বটে, শ্রীব্রজদেবীগণের লৌকিক গৃহকর্ম্মাদিও শ্রবণ করা যায়, কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ গৃহকর্ম্মাদিতে অনাসক্তির সহিত নিখিল কর্ম্মই যে ভগবৎপ্রীতিসাধনার্থ অনুষ্ঠিত হইত, তাহা অ সিদ্ধ নহে। এমন কি, তাঁহারা যখন শ্রীকৃষ্ণস্মরণে ব্যাকুল হই তখন তাঁহারা আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন। গৃহ-প. রেরত কথাই নাই। যখন শ্রীরাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিয়া শ্রীগোপিকাগণকে আহ্বান করেন, তখন তাঁহারা যেভাবে গৃহাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যমনে বংশীধ্বনি লক্ষ্যে অরণ্যমধ্যে আগমন করেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বস্তুতঃ শ্রীব্রজদেবীগণের ন্যায় ভগবৎপ্রীতির পরাকাষ্ঠা আর কোথাও দেখা দূরে থাকুক, শ্রবণ করাও যায় না।

তত্রাপি ন মাহাত্ম্যজ্ঞানবিস্মৃত্যপবাদঃ ॥ ২২ ॥

ভগবৎপ্রেমে ভগবদ্ভক্তিতে তন্মাহাত্ম্যজ্ঞানের বিস্মৃতি বিষয়ে অপবাদ অর্থাৎ কোন বিশেষ নিয়ম নাই।

আপাততঃ বোধ হয় যে, প্রেমভক্তিতে বুঝি ভগবদ্বিষয়ে গৌরববুদ্ধি থাকিতে পারে না; ভগবানের মাহাত্ম্য যদি অন্তরে স্ফূর্ত্তি পায়, তাহা হইলে, ভগবানের সহিত প্রেমসম্বন্ধ সংস্থাপন করা যায় না। কিন্তু ঐরূপ কোন বিশেষ নিয়ম নাই। ভগবানে প্রেমভক্তির উদয় হইলে যে আর কখনই হৃদয়ে ভগবন্মাহাত্ম্য প্রকাশ পাইবে না, এরূপ কোন বিশেষ নিয়ম করা যাইতে পারে না। কারণ, লৌকিকেই যখন পুত্রের

মহত্ত্বে পিতা-মাতার বাৎসল্য এবং পিতা-মাতার মহত্ত্বে পুত্রের স্নেহের হানি হয় না, যখন প্রভুর মহত্ত্বে দাসের দাস্যবুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটে না, যখন সখার মহত্ত্বে সখিভাবের অপগম হয় না, যখন স্বামীর মাহাত্ম্যে পত্নীর প্রণয় বিচ্ছিন্ন হয় না, তখন অলৌকিক প্রেমেও সেরূপ না হইবে কেন? সময়ে সময়ে ভক্তের হৃদয়ে ভগবন্মাহাত্ম্যের উদয়ে ভাবের পুষ্টি ভিন্ন ক্ষয় হয় না। শ্রীকৃষ্ণের মৃদ্ভক্ষণাদি লীলাতে এই বিষয়টি পরিস্ফুট হইয়াছে।

তদ্বিহীনং জারাণামিব ॥ ২৩ ॥

ঐ মাহাত্ম্যবুদ্ধির উদয় না হইলে, প্রেম স্থায়ী হইতে পারে না। উপপতি সম্বন্ধে ব্যভিচারিণীর প্রেমই উহার দৃষ্টান্ত।

স্বৈরিণী সকল উপপতিতে প্রেম করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ প্রেম স্থায়ী হয় না। উহা স্থায়ী না হইবার কারণ কি? জীবের মাহাত্ম্যজ্ঞানের অভাবই উহার কারণ। অর্থাৎ যাঁহাতে প্রেম করা হইয়াছে, স্বৈরিণী যখনই তাঁহার মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইবেন, যখনই জারান্তরকে তদপেক্ষা মহান্ বলিয়া বোধ হইবে, তখনই পূর্ব্ব জারের প্রতি যে প্রেম, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। ভগবৎসম্বন্ধে ভক্তের সেরূপ ঘটে না। কারণ, ভক্তের জ্ঞানে ভগবান্ পরমমহান্, তদপেক্ষা মহান্ আর নাই, অতএব তাঁহার প্রেম আর কেহই পাইতে পারে না। সুতরাং ভক্তের ভগবৎপ্রেম স্থায়ী প্রেম। কোন কালেই উহার নাশ নাই।

নাস্ত্যেব তস্মিংস্তৎসুখসুখিত্বম্ ॥ ২৪ ॥

জারসম্বন্ধী প্রেমে তৎসুখসুখিত্বও দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বোক্ত কারণে, জার, প্রেমের চরমবিশ্রান্তির স্থল হইতে

পারে না। ঐ প্রেম কেবল স্বার্থসাধনোদ্দেশে বিনিময় করা হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবৎপ্রেম সেরূপ নহে। আপ্তকাম ভগবানেরও স্বার্থ নাই এবং ভগবৎপ্রীতিকাম ভক্তেরও স্বার্থ নাই। ভগবৎপ্রেমেই ভক্ত সুখী এবং ভক্তপ্রেমেই ভগবান সুখী।

সা তু কর্ম্মজ্ঞানযোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা ॥২৫॥

অতএব ঐ ভগবদ্ভক্তি কি কর্ম্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কি অষ্টাঙ্গযোগ, এই সকল সাধন হইতেই শ্রেষ্ঠতরা।

যাহার মূলে স্বার্থ আছে, যাহার অনুষ্ঠানের মূলে ফলোদ্দেশ্য আছে, তাহা সকাম। সকাম নিষ্কাম হইতে স্বভাবতই নিকৃষ্ট। কি কর্ম্মযোগ, কি জ্ঞানযোগ, কি অষ্টাঙ্গযোগ সকলই সকাম। অষ্টাঙ্গযোগসাধক অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য যমনিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। কর্ম্মযোগী স্বর্গাদিভোগের নিমিত্তই বহু রাসসাধ্য বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। জ্ঞানযোগীকে আপাততঃ কোন কামনা করিতে না দেখিয়া নিষ্কামই বলা যায়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনিও নিষ্কাম নহেন, কামনার নিবৃত্তিতেই তাঁহার একান্ত কামনা রহিয়াছে। নিষ্কাম শব্দের অর্থ কামনার অভাব—কামনার একান্তবিনিবৃত্তি নহে। কারণ, কামনার একান্ত অভাবে সাধনচেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া যায়। যাহার কোন কামনা নাই, তাহার সাধনচেষ্টাও নাই। সর্ব্ববিধ কামনার অভাবে সাধনপ্রয়াস আকাশকুসুম চয়নের প্রয়াসের ন্যায় মিথ্যা হয়। প্রাকৃতকামই সকাম এবং অপ্রাকৃতকামই নিষ্কাম। কাম্যাবস্থার বিশুদ্ধিতেই নির্ব্বাসনাবস্থা পর্য্যবসিত হয়। সর্ব্ববিধ প্রাকৃত কামনা যখন

অপ্রাকৃতে, আত্মসমর্পণ করে, তখনই কামনার বিশুদ্ধিতে জীব নিষ্কাম বা নির্ব্বাসন হয়েন। ভগবৎকাম—ভগবৎপ্রীতিকামই নিষ্কাম। কামনার একান্ত বিনাশচেষ্টায় জড়ত্ব অপরিহার্য্য। কামনার বিশুদ্ধিতে চিত্তের সারস্য ঘটে। বিশেষতঃ ভক্তের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকল ভক্তি হইতে প্রীতি হইতে শ্রীভগবান হইতে অতিরিক্ত কোন বিষয়ের উদ্দেশ্যে পৃথক্ ফলের কামনায় অনুষ্ঠিত হয় না। যেখানে সাধ্য, সাধন, ফল ও ফলদাতা পৃথক্, সেই খানেই কর্ম্ম সকাম হয়, আর যেখানে চারিটিই এক, সেখানে কর্ম্মও নিষ্কামই হইয়া থাকে। কর্ম্মী, জ্ঞানী যোগীর সাধ্য স্বর্গাদি সুখ, সাধন যজ্ঞাদিকর্ম্ম, ফল স্বর্গাদি সুখ, এবং তত্তৎফলদাতা ঈশ্বর স্বতন্ত্র। ভক্তের সাধ্য ভগবৎশক্তিভূতা ভগবদ্ভক্তি, সাধনও তাহাই। আবার তাহার প্রেমরূপ ফল ভক্তিরই অবস্থা বিশেষ, এবং ফলদাতাও শক্তিমান শ্রীভগবান, চারিটি এক পদার্থ।

এই নিমিত্তই দেবর্ষি বলিতেছেন—

ফলরূপত্বাৎ ॥২৬॥

ফলরূপত্ব হেতুই ভক্তির উৎকর্ষ ॥

ভক্তি স্বয়ংই সাধন এবং স্বয়ংই সাধ্য বলিয়া অপরাপর কর্ম্মজ্ঞানাদি সাধন হইতে ভক্তির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়।

ঈশ্বরস্যাপ্যভিমানিদ্বেষিত্বাদ্দৈন্যপ্রিয়ত্বাচ্চ ॥২৭॥

ঈশ্বরের অভিমানীর প্রতি দ্বেষ ও দীনের প্রতি প্রীতিও উহার অপর কারণ।

ঈশ্বর অভিমানীকে অহঙ্কারীকে ভাল বাসেন না। যিনি দীনভাবাপন্ন তিনিই ঈশ্বরের প্রীতিভাজন। "আমি কর্ত্তা,

আমি ভোক্তা", ইত্যাদি জ্ঞানই অহঙ্কারের পরিচয়। যিনি আপনাকেই কর্ত্তা ভাবেন, তাঁহার আর ঈশ্বরকে কর্ত্তা ভাবিবার প্রয়োজন দেখা যায় না, এবং তিনি তদ্রূপ ভাবিতেও পারেন না। অতএব তাদৃশ ব্যক্তি অবশ্য ঈশ্বরদ্বেষী। যিনি ঈশ্বরদ্বেষী তিনি কখনই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র হইতে পারেন না। পরন্তু তিনি ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী অসুরমধ্যেই গণ্য হয়েন। যিনি অসুরস্বভাব, তাঁহারই তাদৃশ অহঙ্কারের উদয় হইয়া থাকে। যতদিন না ঐ অহঙ্কারের ক্ষয় হয়, ততদিন দৈবস্বভাবের অভাব বশত ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হওয়া যায় না। নিজের দৈন্যবুদ্ধিতেই উক্ত অহঙ্কারের ক্ষয় হয়। কর্ম্মফলে অপেক্ষারহিত—আকাঙ্ক্ষা-শূন্য না হইলে আবার দৈন্য আসিতে পারে না। অতএব কর্ম্মফলনৈরপেক্ষ্যই প্রেমের—ভক্তির প্রথম ও প্রধান সোপান।

তস্যা জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে ॥২৮॥

কেহ কেহ বলেন, জ্ঞানই ঐ ভক্তির প্রধান সাধন।

অন্যোন্যাশ্রয়ত্বমিত্যেকে ॥২৯॥

আবার কেহ কেহ বলেন, জ্ঞান ও ভক্তি পরস্পরাশ্রয়। জ্ঞান ভক্তির আশ্রয় এবং ভক্তি জ্ঞানের আশ্রয়।

স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারঃ ॥৩০॥

দেবর্ষি বলেন, ভক্তি স্বয়ং জ্ঞান। জ্ঞানের সারই ভক্তি। অতএব ভক্তির পৃথক সাধন নাই। ভক্তিই ভক্তির সাধন। ভক্তিই সাধ্য, ভক্তিই সাধন। ভক্তিই কর্ম্ম এবং ভক্তিই তাহার ফল। নৈরপেক্ষ্য ও দৈন্য প্রভৃতি ভক্তির অঙ্গবিশেষ। ঐ সকল অঙ্গ ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া সাধনাঙ্গ সকল একত্র

সম্মিলিত হইয়া ভাবরূপে এবং ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া প্রেমরূপে প্রেমভক্তিরূপে প্রকাশিত হয়। অতএব ভক্তিই সাধ্য, ভক্তিই উহার সাধন। ভক্তিই কর্ম্ম, ভক্তিই উহার ফল।

রাজগৃহভোজনাদিষু তথৈব দৃষ্টত্বাৎ ॥৩১॥

রাজগৃহে ভোজনাদি ব্যাপারে ঐ রূপই দেখা যায়। অতএব তদ্দৃষ্টান্তানুসারে অহঙ্কারীর অপ্রিয়ত্ব এবং দীন-ভাবাপন্নের প্রিয়ত্বই স্থির।

রাজ্যই রাজার গৃহ। রাজ্যের প্রজাবর্গের সকলেই রাজ-গৃহে ভোজন করিয়া থাকেন। রাজগৃহে ভোক্তা দ্বিবিধ; চেষ্টাশীল ভোক্তা ও চেষ্টানিরপেক্ষ ভোক্তা। যিনি চেষ্টা-নিরপেক্ষ ভোক্তা, তিনি দীনভাবে রাজদত্ত অন্নে প্রতিপালিত হয়েন। আর যিনি চেষ্টাশীল ভোক্তা, তিনি সাহঙ্কারে স্বোপার্জ্জিত অন্নে জীবন ধারণ করেন। যিনি দীন, রাজদত্ত অন্নে প্রতিপালিত, তাঁহার উচ্চ আশা রাজৈশ্বর্য্যে লোভ বা রাজবিদ্বেষ থাকে না। আর যিনি অহঙ্কারী, স্বোপার্জ্জিত অন্নে জীবিত, তাঁহার উচ্চ আশা, রাজসম্মানাকাঙ্ক্ষায় রাজৈশ্বর্য্যে লোভ জন্মে। অতএব পূর্ব্বোক্তের প্রতি রাজার প্রীতি এবং শেষোক্তের প্রতি রাজার দ্বেষ ঘটে।

অদ্বৈতবাদী এই স্থানে বলিবেন, তিনি স্বয়ংই রাজা, তিনি জ্ঞানবলে নিজ গৃহে যথেচ্ছ আনন্দ অনুভব করিতে থাকিবেন। তাঁহার তুলনায় ভক্ত নিকৃষ্ট। কারণ, ভক্ত ঈশ্বরের ভবনে আমন্ত্রিত ব্যক্তি; আমন্ত্রিত ব্যক্তির পরিতোষ আমন্ত্রণকর্ত্তার সম্পূর্ণ অধীন। যদিও আমন্ত্রণকর্ত্তার যত্নে তাঁহার তুষ্টি সাধিত

হইবে, ইহা স্থির, কিন্তু ঐ তুষ্টি কখনই পরিতুষ্টি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, যেহেতু ঐ তুষ্টি ভক্তের স্বাধীন নহে, উহাতে ভক্তের স্বকর্তৃত্ব নাই। এই যুক্তি আপাততঃ মনোরম হইলেও, ইহার প্রাবল্য দেখা যায় না। কারণ, অদ্বৈত-জ্ঞানীর কর্তৃত্বই স্বীকৃত হয় না। মহান্ কর্তার কর্তৃত্বের অভ্যন্তরে তাঁহার অকর্তৃত্বজ্ঞানজন্য প্রতিযোগী কর্তৃত্বাভাস উঠিতেই পারে না, পক্ষান্তরে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণকারী ভক্তের কর্তৃত্ব আপাততঃ সুদৃষ্ট না হইলেও মহান্ কর্তার ইচ্ছার সহযোগী ভক্তের ইচ্ছা তৎকালে ঈশ্বরেচ্ছার সহিত সম্মিলিত হইলে, উহা হইতে সমুত্থিত এক প্রবল কর্তৃত্ব অপ্রতিরোধ্য প্রবাহে প্রবাহিত হইতে থাকে। বস্তুতঃ অদ্বৈত-জ্ঞানী আপনাকেই স্বতন্ত্র কর্তা ভাবেন বলিয়া তাঁহার কর্তৃত্ব বিশাল কর্তৃত্বসাগরে মিলাইয়া লয় পায়, সুতরাং তজ্জন্য তৃপ্তিসুখ আর উঠিতে পারে না; কিন্তু ভক্ত আপনাকে অস্বতন্ত্র কর্তা ভাবেন বলিয়া তাঁহার কর্তৃত্ব বিশাল কর্তৃত্বসাগরে তরঙ্গায়িত হইয়া নূতন আকারে বিপুল পরিতোষ প্রদান করে।

ন তেন রাজপরিতোষঃ ক্ষুচ্ছান্তির্বা ॥৩২॥

অহঙ্কারে লোভে রাজার পরিতোষ বা অহঙ্কৃতের ক্ষুধার শান্তি—আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই।

তস্মাৎ সৈব গ্রাহ্যা মুমুক্ষুভিঃ ॥৩৩॥

অতএব দৈন্য-নৈরপেক্ষ্যমূলক ভক্তিই মুক্তিকাম ব্যক্তির একান্ত আশ্রয়ণীয়া।

তস্যাঃ সাধনানি গায়ন্ত্যাচার্য্যাঃ ॥৩৪॥

আচার্য্যগণ ঐ ভক্তির বক্ষ্যমাণ কয়েকটি সাধন কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

যদিও ভক্তিই ভক্তির সাধন, উহার পৃথক্ সাধন কিছুই নাই, তথাপি ভক্তিলাভের উপায় স্বরূপে অনুষ্ঠেয় কয়েকটি ভক্ত্যঙ্গই আচার্য্যগণকর্ত্তৃক ভক্তির সাধন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ঐ সকল সাধন যথা—

তত্তু বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ ॥৩৫॥

ভগবদর্পণাদি দ্বারা নিখিল বিষয়ের এবং সৎসঙ্গ দ্বারা অসৎসঙ্গের ত্যাগই ভক্তিলাভের প্রথম ও প্রধান উপায়।

বিষয়ের আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল। সঙ্কল্প পূর্ব্বক বিষয়ত্যাগ অতীব দুরূহ। বিশেষতঃ তাহাতে ত্যাগের কামনাতে কামনা জন্মে বলিয়া উহা পরিশেষে অমঙ্গলজনকই হইয়া পড়ে। অতএব বিষয় সকল শ্রীভগবানে অর্পণ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। এইরূপে চিত্তশুদ্ধি হইলে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগে সৎসঙ্গে অভিলাষ হয়। পরে সৌভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গ লাভ হইলে শ্রীভগবানের কথাদিতে রতি জন্মে। অতএব বিষয়ত্যাগ ও সঙ্গত্যাগ এই দুইটি ভক্তির পরম উপকারক অর্থাৎ ভক্তিলাভের প্রধান সহায়।

অব্যাবৃত্তভজনাৎ ॥৩৬॥

পরে নিরন্তর ভজনে ভক্তি প্রকাশিত হয়।

সৎসঙ্গের গুণে ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধার অনন্তর ভজনে রতি জন্মে। রতি গাঢ় হইলে, অবিশ্রান্ত ভজনে পরম শ্রেয়ঃলাভ হয়।

লোকেঽপি ভগবদ্‌গুণশ্রবণকীর্ত্তনাৎ ॥৩৭॥

সাধুসঙ্গে ভগবদ্‌গুণ শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে করিতে

শ্রীভগবানে প্রেম ও অবিশ্রান্ত ভজনে প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত ইহ লোকে যথেষ্টই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মুখ্যতস্তু মহৎকৃপয়ৈব ভগবৎকৃপালেশাদ্বা ॥৩৮॥

অতএব দেখা যাইতেছে, সাধুর কৃপা বা শ্রীভগবানের কৃপালেশই ভক্তিলাভের একমাত্র উপায়।

সাধুসঙ্গ ব্যতিরেকে যখন ভক্তির উদয় হয় না, এবং ঐ সাধুসঙ্গ লাভ যখন শ্রীভগবদেকহৃদয় সাধুরই কৃপাকে অপেক্ষা করিতেছে, তখন ঐ সাধুকৃপা অথবা তদ্রূপে প্রকাশিত ভগবৎ-কৃপা ভিন্ন ভক্তি লাভের উপায়ান্তর নাই।

মহৎসঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ ॥৩৯॥

মহৎসঙ্গ দুর্লভ, অগম্য ও অমোঘ।

সাধুসঙ্গ অতি দুর্লভ। উহা আমাদিগের চেষ্টায়ত্ত নহে। সাধু সকল নিষ্কাম স্বার্থশূন্য। তাঁহাদিগের কৃপা ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সঙ্গ লাভের উপায় দেখা যায় না। ঐ কৃপার কারণও দুর্জ্ঞেয়। তাঁহারা যে কখন কাহার প্রতি কি নিমিত্ত কৃপা প্রকাশ করেন, তাহা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য। আবার যদি কোন সৌভাগ্যক্রমে একবার সাধুসঙ্গ লাভ হয়, তাহা অমোঘ। ঐ সাধুসঙ্গ কোন প্রকারেই ব্যর্থ হইবার নহে। সাধুসঙ্গের ফল অবশ্যই ফলিবে।

লভ্যতেঽপি তৎকৃপয়ৈব ॥৪০॥

সাধুসঙ্গ সাধুর কৃপাতেই লাভ হইয়া থাকে।

তস্মিংস্তজ্জনে ভেদাভাবাৎ ॥৪১॥

ভগবানে ও ভগবদ্ভক্তে ভেদের অভাবই উহার হেতু।

ভগবান যাঁহার প্রতি কৃপা করেন, তিনি সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রতি সাধুরও কৃপা হইয়া থাকে। ভগবান ও ভগবদ্ভক্তে ভেদ নাই। ভেদ নাই বলিয়াই ভগবানের কৃপা হইলেই ভক্তের কৃপা হইয়া থাকে। ভগবানের ইচ্ছা ও ভক্তের ইচ্ছা এক হইয়া যায়। অতএব ভগবান যাঁহার প্রতি কৃপা করিতে অভিলাষ করেন, তিনিই তাঁহার নিদর্শন-স্বরূপ সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন। ভগবানের কৃপার একটি উপযুক্ত কাল আছে। জীব যখন ভগবানকে প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত একান্ত আগ্রহান্বিত হন, তখন তাঁহার হৃদয় দৈন্য ও নৈরপেক্ষ্যে বিভূষিত হয়। জীবহৃদয় দৈন্য ও নৈরপেক্ষ্যে পূর্ণ হইলেই জীব সাধুসঙ্গ লাভ করিয়া থাকেন।

তদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতাম্ ॥৪২॥

সৎসঙ্গই প্রার্থনীয়। সৎসঙ্গই প্রার্থনীয়।

ভুক্তিকাম - ভক্তিকাম ব্যক্তি একান্তচিত্তে সাধুসঙ্গই প্রার্থনা করিবেন। কারণ, একান্তমনে যাহা কিছু প্রার্থনা করা যায়, অচিরেই তাহা লাভ করিতে পারা যায়।

দুঃসঙ্গঃ সর্ব্বথৈব ত্যাজ্যঃ ॥৪৩॥

দুঃসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

সাধুসঙ্গ যেমন প্রার্থনীয় তেমনি দুঃসঙ্গ পরিহরণীয়।

কামক্রোধমোহস্মৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশসর্ব্বনাশ-কারণত্বাৎ ॥৪৪॥

কারণ, দুঃসঙ্গ হইতে কামোদ্রেক, ক্রোধাগম, মোহোৎপত্তি, স্মৃতিভ্রংশ ও বুদ্ধিনাশ প্রভৃতি অনর্থ ঘটিয়া থাকে।

তরঙ্গায়িতা অপীমে সঙ্গাৎ সমুদ্রায়ন্তি ॥৪৫॥

ঐ সকল অসদ্বৃত্তি স্বতই জীবের অন্তরে তরঙ্গায়িত হইতে থাকে। উহারা যদি আবার দুঃসঙ্গরূপ বায়ুর সাহায্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, সত্বরই সমুদ্রের ন্যায় উদ্বেল হইয়া উঠে।

দুঃসঙ্গের সম্মিলনে ধূমায়িত অসদ্বৃত্তিসমূহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। যাহারা ইতিপূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের ন্যায় চিত্তকে ক্ষুভিত করিতেছিল, তাহারাই অসৎসঙ্গের বলে বিপুল হইয়া দুস্তর সাগরের আকার ধারণ করে।

কস্তরতি কস্তরতি মায়াং—যঃ সঙ্গংস্ত্যজতি, যো মহানুভাবং সেবতে নির্ম্মমো ভবতি ॥৪৬॥

এ সংসারে কে মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়?—যে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ আশ্রয় করে। নির্ম্মম হইবার একমাত্র উপায়ই সাধুসঙ্গ।

যো বিবিক্তস্থানং সেবতে যো লোকবন্ধমুন্মূলয়তি নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতি যো যোগক্ষেমং ত্যজতি ॥৪৭॥

যিনি বিবিক্তসেবা ও লোকবন্ধন উন্মূলন করেন, যিনি যোগক্ষেম ত্যাগ করেন, তিনিই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়েন।

যিনি নির্জ্জনে সাধুসঙ্গ করেন এবং সদুপদিষ্ট ধ্যানাদির অনুশীলন করিতে থাকেন, যিনি প্রবৃত্তিমার্গের প্রতি গতস্পৃহ হয়েন,

যিনি স্বর্গাদিফলে কামনারহিত ও দেহদৈহিক বিষয়ে আসক্তি-শূন্য হয়েন, তিনিই এই মায়াজাল হইতে বিমুক্তি লাভ করিতে পারেন, তিনিই সুদৃঢ় মায়াবন্ধন ছেদন করিতে পারেন।

যঃ কর্ম্মফলং ত্যজতি কর্ম্মাণি সংন্যসতি ততো নির্দ্বন্দ্বো ভবতি ॥৪৮॥

যিনি কর্ম্মফলে অপেক্ষাবর্জ্জিত হয়েন, যিনি স্বকৃত কর্ম্ম সকল শ্রীভগবানে সমর্পন করেন, যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্ন ও সুখে বিগতস্পৃহ হয়েন, তিনিই মায়াপাশ হইতে উন্মুক্ত হইতে পারেন।

বেদানপি সংন্যসতি কেবলমবিচ্ছিন্নানুরাগং লভতে ॥৪৯॥

যিনি শাস্ত্রশাসনেরও অতীত হয়েন, যিনি অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীভগবানে অনুরক্ত হয়েন, তিনিই মায়াবৈভব অতিক্রম করিতে পারেন।

যিনি শাস্ত্রশাসনে প্রবৃত্ত হইয়া বিধিমার্গে শ্রীভগবানকে ভজনা করেন, তিনিও ভক্তমধ্যেই গণ্য। কিন্তু বৈধীভক্তি ও রাগভক্তিতে মহদন্তর। লোভ প্রযুক্ত—শ্রীভগবানের গুণাদিতে লোভ প্রযুক্ত যে ভজন, তাহাই রাগভজন। ঐ রাগ-ভক্তিতে ভক্তের চিত্ত অবিচ্ছেদেই শ্রীভগবানে অনুরক্ত হইয়া থাকে। তাদৃশ অনুরাগ ভিন্ন পরমপুরুষার্থের সিদ্ধি হইতে পারে না। বৈধী ভক্তিতেও অবিচ্ছিন্ন প্রেম আছে, কিন্তু উহাতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ থাকিতে হয়; রাগভক্তিতে তাহা হয় না। রাগভজনে গৌরববুদ্ধি থাকে না, সুতরাং তদবস্থায় তাঁহার

মাধুর্য্যরসেই ভক্ত নিমগ্ন হইয়া থাকেন। অতএব ইহাই শ্রেষ্ঠ ও একান্ত প্রার্থনীয়। এই নিমিত্তই বলিতেছেন——

স তরতি স তরতি লোকাংস্তারয়তি ॥ ৫০ ॥

যিনি অবিচ্ছিন্নভাবে শ্রীভগবানে প্রেম করিতে পারেন, তিনিই দুরন্ত ভবপারাবার অতিক্রম করেন। আবার তিনি যে কেবল স্বয়ংই উত্তীর্ণ হইয়া যান, এরূপ নহে; পরন্তু তদীয় নিদর্শনানুসারে অপরেও কৃতার্থ হয়েন।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৈধীভজনে ও রাগভজনে প্রভেদ থাকিলেও প্রেমপ্রবাহের ঐক্যনিবন্ধন অর্থাৎ উভয় অবস্থাতেই অবিচ্ছিন্ন প্রেমধারার প্রবাহ বশতঃ উভয় ভক্তই মায়াবৈভব হইতে উত্তীর্ণ হয়েন, এবং আপনাদিগের সদ্দৃষ্টান্ত দ্বারা অপর জীবকেও কৃতার্থ করেন।

অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্ ॥ ৫১ ॥

ঐ প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়।

উক্ত প্রেমের স্বরূপ বাক্য দ্বারা নির্দ্দেশ করা যায় না। প্রেমের স্বরূপ প্রেমিকই জানেন। জানিলেও তিনি উহা ব্যক্ত করিতে পারেন না। এ সংসারে এমন কোন বস্তু বা তে 'ক বাক্য নাই, যদ্দারা প্রেমকে ব্যক্ত করা যাইতে পারে। প্রে দের অর্থ ভালবাসা। কিন্তু লৌকিক ভালবাসা ও শ্রীভগ কে ভালবাসা একরূপ নহে। লৌকিক ভালবাসার মূলই অশুদ্ধ, যেহেতু উহা স্বার্থমূলক। কিন্তু শ্রীভগবানে যে প্রেম, উহা অত্যন্ত বিশুদ্ধ। ঐ প্রেম নিঃস্বার্থ প্রেম। অতএব লৌকিক হইতে একান্ত বিসদৃশ ভগবৎপ্রেমকে লৌকিক বাক্য দ্বারা প্রকাশ করিবার আশাও করিতে পারা যায় না।

মূকাস্বাদনবৎ ॥ ৫২ ॥

ভগবৎপ্রেমের আস্বাদন মূক ব্যক্তির আস্বাদনের সদৃশ।

মূক ব্যক্তি যেরূপ বাক্শক্তির অভাব বশতঃ অতি সুস্বাদু বস্তু আস্বাদন করিয়াও তাহার ভাব অন্য লোকের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে না, ভগবৎপ্রেমিক ভক্তও তদ্রূপ ভগবৎপ্রেমসুখ নিজে ভোগ করিয়াও অন্যকে তাহা বুঝাইতে পারেন না। উহা বাক্যের অবিষয়।

প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে ॥ ৫৩॥

উহা পাত্রবিশেষে আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে।

ঐ প্রেম অনির্ব্বচনীয় হইলেও উহার এমনই একটি আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, প্রেমিকের সংসর্গে প্রেম আপনা হইতেই হৃদয়ে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সংক্রামক রোগ সকল যেরূপ রুগ্নের সংসর্গেই অলক্ষিতভাবে দেখা দেয়, কাব্যগত রস যেরূপ রসিকসংসর্গেই অন্তরে অলক্ষ্যে আবির্ভূত হয়, প্রেমও তদ্রূপ প্রেমিকসঙ্গে অলক্ষ্যভাবে ধীরে ধীরে হৃদয়প্রদেশ অধিকার করিয়া থাকে।

গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্ ॥ ৫৪ ॥

উহা গুণরহিত, কামনারহিত, প্রতিক্ষণে বর্দ্ধমান, অবচ্ছিন্ন ও সূক্ষ্মতর অনুভব স্বরূপ।

ঐ প্রেম প্রাকৃত গুণ ও প্রাকৃত কামনার সম্পর্কশূন্য। উহা নিত্যনূতনভাবে পরিবর্দ্ধিতভাবে আস্বাদিত হইতে থাকে। উক্ত প্রেমধারার বিচ্ছেদ নাই। উহা অতিসূক্ষ্ম অনুভবস্বরূপ আত্মধর্ম্ম। আত্মাতেই উহার প্রতীতি হইয়া থাকে।

তৎ প্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব চিন্তয়তি ॥ ৫৫ ॥

প্রেমিকের প্রেম ভিন্ন অন্য অবলোকনের শ্রবণের বা চিন্তনের বিষয় নাই। প্রেমিক যাহা কিছু দর্শন, শ্রবণ বা চিন্তা করেন, তাহাই প্রেমময় দেখেন, শুনেন ও বোধ করেন। প্রেমই প্রেমিকের একমাত্র আলোচ্য বিষয়। তাঁহার চক্ষুতে তাঁহার মনে তাঁহার জ্ঞানে সংসারই প্রেমের প্রতিচ্ছবি।

গৌণী ত্রিধা গুণভেদাদার্ত্তাদিভেদাদ্বা ॥ ৫৬ ॥

গুণভেদে বা আর্ত্তাদিভেদে গৌণী ভক্তি ত্রিবিধা।

ভক্তি প্রধানতঃ দ্বিবিধা;—মুখ্যাভক্তি ও গৌণীভক্তি। তন্মধ্যে গৌণী ভক্তি আবার সত্বাদি গুণভেদে অথবা আর্ত্তাদি ভেদে ত্রিবিধা উক্ত হইয়া থাকে। ঐ ত্রিবিধা গৌণী ভক্তি যথা,—সাত্বিকী, রাজসী ও তামসী, অথবা অর্থার্থিপ্রযোজ্যা আর্ত্তিপ্রযোজ্যা এবং জিজ্ঞাসুপ্রযোজ্যা। অধিকার ভেদে এই প্রকার ভক্তির ভেদ হয়। যিনি যাদৃশ অধিকারী, তদনুষ্ঠিতা ভক্তিও তাদৃশী। যিনি সাত্বিক অধিকারী, তিনিই জিজ্ঞাসু ভক্ত। যিনি রাজস অধিকারী, তিনিই আর্ত্ত ভক্ত। আর যিনি তামস অধিকারী, তিনিই অর্থার্থী ভক্ত।

উত্তরস্মাদুত্তরস্মাৎ পূর্ব্বপূর্ব্বা শ্রেয়ায় ভবতি ॥ ৫৭ ॥

উত্তরোত্তরবর্ত্তিনী ভক্তি হইতে পূর্ব্বপূর্ব্বা ভক্তি শ্রেয়স্করী।

তামসী ভক্তি হইতে রাজসী এবং রাজসী ভক্তি হইতে সাত্বিকী ভক্তি উৎকৃষ্টা। ত্রিবিধা ভক্তিই শ্রেয়স্করী হইলেও তামসী হইতে রাজসীর এবং রাজসী হইতে সাত্বিকীর অপেক্ষাকৃত

শ্রেয়স্করত্ব জানিতে হইবে। উক্ত ত্রিবিধ ভক্তের ত্রিবিধ চেষ্টার পর্য্যালোচনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। অর্থার্থী তামস ভক্ত অর্থকামনাতেই ভগবানে ভক্তি করেন। ঐ কাম্যিত অর্থের অভাব না হইলে, তিনি ভগবানে ভক্তি করিতেন কি না, সন্দেহ। অধিকন্তু তল্লাভে অহঙ্কার জন্মিলে, তাঁহার আর ভগবানকে স্মরণই থাকে না। আর্ত্ত ভক্তেরও আর্ত্তি ব্যতিরেকে ভক্তি হয় না। বিপদে না পড়িলে আর তিনি ভগবানকে ডাকেন না, ইহা সত্য, কিন্তু বিপদ হইতে মুক্তিলাভের পর তাঁহার অহঙ্কারোৎপত্তির সম্ভাবনা অতি অল্প। বিশেষতঃ তদবস্থায় তিনি নিজের হীনতা অনুভব করিয়া শ্রীভগবানেই আত্মসমর্পণ করিয়া থাকেন। অতএব তাঁহার আর কখনই ভগবদ্বিস্মৃতি ঘটে না। এইরূপে অর্থার্থী হইতে আর্ত্তের উৎকর্ষ বুঝা যায়। জিজ্ঞাসু ইহাদিগের উভয় হইতেই উৎকৃষ্ট। অর্থার্থী ও আর্ত্তের ভক্তির মূলে সম্পূর্ণ স্বার্থ পরিদৃষ্ট হয়; জিজ্ঞাসুর তাহা হয় না। আর্ত্ত ও অর্থার্থী সকাম ভক্ত, জিজ্ঞাসু নিষ্কাম ভক্ত। জিজ্ঞাসু আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানের নিমিত্তই শ্রীভগবানে ভক্তি করেন। জিজ্ঞাসুর ভক্তি ভগবানের জন্য, ভগবানকেই জানিবার জন্য। জিজ্ঞাসুর ভক্তির মূলে আপনার ক্ষুদ্রত্ব ও ভগবানের মহত্ত্ব দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত ভক্তদ্বয়েরও তাহা না হয়, এরূপ নহে; কিন্তু উহাদিগের শ্রীভগবান হইতে অতিরিক্ত তৎপ্রসাদসুখ ভোগের অভিলাষ বিদ্যমান থাকে। জিজ্ঞাসুর তাহা থাকে না। জিজ্ঞাসু শ্রীভগবান হইতে অতিরিক্ত কিছু অভিলাষ করেন না। অতএব জিজ্ঞাসুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অন্যস্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তৌ ॥ ৫৮ ॥

অন্য সাধন অপেক্ষা ভক্তিরূপ সাধনেই ভগবান সুলভ হয়েন।

যিনি শ্রীভগবানকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার পক্ষে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন। ভক্তের পক্ষে শ্রীভগবান যেরূপ সুলভ, অন্যের পক্ষে তিনি সেরূপ সুলভ নহেন। আবার এই ভগবানের প্রাপ্তিসাধন ভক্তিও অপরাপর সাধন অপেক্ষা সুলভ অর্থাৎ সুকর। ভক্তি ভিন্ন অন্য সাধন ভগবানের নিকটেই গমন করিতে পারে না। কিন্তু ভক্তি ভগবানকে ভক্তের নিকটবর্ত্তী করিয়া দেয়। ভক্তি ভগবানের স্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতা। এই কারণেই ভক্তিতে ভগবান সুলভ হয়েন। আবার অন্যান্য সাধনে বিঘ্নাশঙ্কা আছে, ভক্তিতে তাহা নাই। ভক্তি একবার-মাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই সত্বরই হউক বা বিলম্বেই হউক, ভগবৎ-প্রাপ্তিফল উৎপাদন করিবেই করিবে। অন্য মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, ভক্তিমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ ভক্তির অনুষ্ঠানও অত্যন্ত সহজ। একমাত্র ভগবানের নাম আশ্রয় করিলেই যথেষ্ট। ভগবন্নামই সাধককে ভক্তির চরম অবস্থায় লইয়া যাইতে ভগবানকে ভক্তের আয়ত্ত করিয়া দিতে সমর্থ। ঐ নামের আশ্রয়েও অধিকার অনধিকার বিচার নাই। সুতরাং ভক্তির ন্যায় সুলভ সাধনও আর নাই।

প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ ॥ ৫৯ ॥

ভক্তি নিজের সৌলভ্য প্রকাশে প্রমাণান্তরের অপেক্ষা করেন না। ভক্তি স্বয়ং নিজ সৌলভ্যে প্রমাণ।

সত্য বটে, ভগবান জীবকে মুক্তি পর্য্যন্ত দেন, কিন্তু ভক্তি

সহজে দেন না, এরূপ শাস্ত্র আছে; কিন্তু তথাপি ভক্তির সৌলভ্যে প্রমাণান্তরের অনুসন্ধান করিতে হয় না। উক্ত শাস্ত্রবাক্য সকল অপরাধীর পক্ষে। যাঁহারা তাঁহার নামের প্রতি সেবার প্রতি ভক্তির প্রতি অপরাধী, তাঁহারা মুক্তি পর্য্যন্ত পাইতে পারেন, কিন্তু উক্ত অপরাধের ক্ষয় না হইলে ভক্তি লাভ করিতে পারেন না। আর যাঁহার অপরাধ নাই, তিনি একবার মাত্র যে কোন ভাবেই হউক, শ্রীভগবানের নামকে আশ্রয় করিতে পারিলেই ভক্তিলাভে কৃতার্থ হইবেন। আবার যিনি অপরাধী, তাঁহাকেও হতাশ্বাস হইতে হইবে না; কারণ, তিনিও ঐ নামের শরণাপন্ন হইলেই অপরাধবিমুক্তিতে ভক্তির উদয়ে চরিতার্থ হইতে পারিবেন।

শান্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ ॥ ৬০ ॥

ভক্তির শান্তিরূপত্ব এবং পরমানন্দরূপত্বও তৎসৌলভ্যে হেতু। ভক্তি ভিন্ন সাধন সকল চিত্তকে অশান্তির ক্ষেত্র করিয়া তুলে। চিত্তে শান্তির অভাবে সুখেরও উদয় হয় না। ভক্তি কিন্তু সেরূপ নহে। ভক্তির আবির্ভাবে—স্বয়ং শান্তিস্বরূপা ও আনন্দরূপা ভক্তির অভ্যুদয়ে চিত্ত আপনা হইতেই শান্তি-নিকেতন হইয়া ভগবৎপ্রেমানন্দে নিমগ্ন হয়।

লোকহানৌ চিন্তা ন কার্য্যা নিবেদিতাত্মলোক-বেদত্বাৎ ॥ ৬১ ॥

ভক্তিতে আত্মা, লোক ও বেদ সকলই শ্রীভগবানে নিবেদিত হয়, অতএব যদি ভক্তির অনুষ্ঠানে লোকহানি হয়, তজ্জন্য চিন্তা করিতে হইবে না।

যিনি ভক্তির গাঢ়তার সহিত আত্মাকে, সংসারকে ও শাস্ত্রকে শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে আর লোকাপেক্ষা করিতে হয় না। তিনি লৌকিক ব্যবহার রক্ষা না করিলে—তিনি লোকমর্য্যাদা রক্ষা না করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। কারণ, তিনি তৎকালে লোকাতীত প্রদেশেই অবস্থান করিতেছেন। তিনি লোকবহির্ভূত, তাঁহার অলৌকিক আচারে লোকের কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

ন তৎসিদ্ধৌ লোকব্যবহারো হেয়ঃ কিন্তু ফলত্যাগস্তৎসাধনঞ্চ কার্য্যমেব ॥ ৬২ ॥

কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত ভক্তির দৃঢ়তা না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত লোকমর্য্যাদা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। ততদিন পর্য্যন্ত লৌকিক ব্যবহারের অনুবর্ত্তনে যথোক্তবিধানে সাধন সকলের অনুষ্ঠানই কর্ত্তব্য।

ভক্তির অধিকারী ত্রিবিধ;—স্বনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত ও নিরপেক্ষ। স্বনিষ্ঠ অর্থাৎ স্বাশ্রমস্থ অধিকারী ফলোদয় পর্য্যন্ত নিষ্কামভাবে স্বাশ্রমবিহিত অহিংস্র কর্ম্ম সকল আচরণ করিতে থাকিবেন। যিনি আশ্রমে অবস্থিত ও প্রতিষ্ঠাশালী পরিনিষ্ঠিত ভক্ত, তিনি লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ভক্তির প্রাধান্য রক্ষা পূর্ব্বক তদনুষ্ঠানেই রত থাকিবেন। আর যিনি শ্রীহরিনিরত নিরপেক্ষ ভক্ত, তিনি কেবল মানসেই শ্রীভগবানের অর্চ্চনাদি করিবেন, এ সংসারের সহিত সম্বন্ধ রাখিবার বা ত্যাগ করিবার পক্ষে তিনি কোন বিধি বা নিষেধের অপেক্ষা করিবেন না। তিনি এরূপ করিলে, তাঁহার বা সংসারের কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

স্ত্রীধননাস্তিকচরিত্রং ন শ্রবণীয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

স্ত্রীসঙ্গ, ধনলোভ ও নাস্তিকের সংসর্গ ভক্তিসাধনে বর্জনীয়। উহাদিগের বিষয় শ্রবণও কর্ত্তব্য নহে।

অভিমানদম্ভাদিকং ত্যাজ্যম্ ॥ ৬৪ ॥

অভিমান এবং দম্ভ প্রভৃতিও পরিত্যাগ করা উচিত।

তদর্পিতাখিলাচারঃ সন্ কামক্রোধাভিমানাদিকং তস্মিন্নেব করণীয়ম্ ॥ ৬৫ ॥

ভক্ত নিখিল কর্ম্মই শ্রীভগবানে অর্পণ করিবেন। এমন কি, কামনা বা ক্রোধ প্রভৃতিরও যদি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়, তাহাও তাঁহাতেই করিবেন।

ত্রিরূপভঙ্গপূর্ব্বকং নিত্যদাস্যনিত্যকান্তাভজনাত্মকং প্রেম কার্য্যং প্রেমৈব কার্য্যম্ ॥ ৬৬ ॥

ভগবৎপ্রেমিক সংসারের কুত্রাপি প্রেম করিবেন না। তিনি ভগবান ভিন্ন আর কাহাকেও নিজের প্রেমের পাত্র দেখিবেন না। তাঁহার প্রেম কেবল শ্রীভগবানেই অর্পিত হইবে। তিনি কেবল শ্রীভগবৎপ্রেমেই প্রেমিক হইবেন। তিনি আপনাকে নিত্য ভগবদ্দাস বিবেচনা করিয়া প্রভু শ্রীভগবানেই প্রেম করিবেন। তাঁহার ঐ প্রেম আপনাকে কান্তা ও শ্রীভগবানকে কান্ত ভাবিয়াই করিতে হইবে। ইহাই প্রেমের উৎকৃষ্ট ভাব। এই ভাবেই শ্রীভগবানে প্রেম কর্ত্তব্য।

ভক্তা একান্তিনো মুখ্যাঃ ॥ ৬৭ ॥

একান্ত ভক্তই মুখ্য।

যাঁহাদিগের প্রেমের পাত্র শ্রীভগবান ভিন্ন আর কেহই হইতে পারেন না, সেই একান্তভক্তই মুখ্য ভক্ত।

কণ্ঠাবরোধরোমাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানাঃ পাবয়ন্তি কুলানি পৃথিবীঞ্চ ॥ ৬৮ ॥

যাঁহারা ঈদৃশ প্রেমিক, ভগবানের শ্রবণ কীর্ত্তন ও স্মরণে যাঁহাদিগের রোমাঞ্চ, অশ্রু ও কণ্ঠাবরোধ দৃষ্ট হয়, তাঁহারা কুলের সহিত আপনাকে ও পৃথিবীকে পবিত্র করেন।

তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি সুকর্ম্মীকুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণি সচ্ছাস্ত্রীকুর্ব্বন্তি শাস্ত্রাণি ॥ ৬৯ ॥

তাঁহারাই তীর্থকে পবিত্র, কর্ম্মকে বিশুদ্ধ ও শাস্ত্র সকলকে সার্থক করেন।

তন্ময়াঃ ॥ ৭০ ॥

তাঁহারা শ্রীভগবানে তন্ময় হইয়া সংসারকেই তন্ময় দর্শন করেন। তাঁহারা সর্ব্বভূতেই ভগবদ্ভাব দর্শন করেন। তাঁহারা নিখিল সংসারকেই ভগবদাশ্রিত দেখেন। তাঁহাদিগের সম্বন্ধে দিক্ সকল সুখময় হইয়া উঠে।

মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি ॥ ৭১ ॥

তাঁহাদিগের প্রেমে পিতৃলোক, দেবলোক ও ভূলোক সকলেই পরিতৃপ্ত হয়েন। তাদৃশ পুত্রপৌত্রাদিকে দর্শন করিয়া পিতৃলোক অমৃত হইবেন বলিয়া আমোদিত হয়েন। তাদৃশ ভগবদ্ভক্তকে দর্শন করিয়া দেবতাগণ আপনাদিগের অধিকারের

মঙ্গল ভাবিয়া নৃত্য করিতে থাকেন। এবং তাদৃশ সাধুর সমাগমে নিখিল ভূতই শান্তিসুখসাগরে নিমগ্ন হয়েন।

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলধনক্রিয়াদিভেদঃ ॥৭২॥

ভগবৎপ্রেমিক সাধুগণের ভেদদৃষ্টি থাকে না। তাঁহারা জাতি, বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ও ক্রিয়াদিতে সকলকেই সমান দেখেন।

যতস্তদীয়াঃ ॥ ৭৩ ॥

কারণ, তাঁহারা সকলকেই শ্রীভগবানের সম্বন্ধে আপনার বলিয়াই ভাবিয়া থাকেন। তাঁহাদের পর নাই।

বাদো নাবলম্ব্যঃ ॥ ৭৪ ॥

ভগবদ্ভক্তিতে বৃথাবাদ অর্থাৎ কুতর্ক একান্ত বর্জ্জনীয়।

বাহুল্যাবকাশত্বাদনিয়তত্বাৎ ॥ ৭৫ ॥

বাদ ক্রমশ বর্দ্ধিত হইয়া জীবনের অপব্যয় ঘটায়। বিশেষতঃ তর্কের ব্যবস্থা নাই। "বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু তর্কে বহুদূর।" বিশ্বাস ভিন্ন তত্ত্বনির্ণয় হয় না। কেবল কুতর্কে যে সময় নষ্ট হইবে, সেই সময়ে ভগবানের শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে চরিতার্থ হইতে পারা যায়। অতএব কুতর্ক পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধা সহকারে ভজনা করাই উচিত।

ভক্তিশাস্ত্রাণি মননীয়ানি তদ্বোধকর্ম্মাণি করণীয়াণি ॥ ৭৬ ॥

সদা ভক্তি শাস্ত্রের আলোচনা ও তদনুমোদিত ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠানই জীবের কর্ত্তব্য।

সুখদুঃখেচ্ছালাভাদিত্যক্তে কালে প্রতীক্ষমাণে ক্ষণার্দ্ধমপি ব্যর্থং ন নেয়ম্ ॥ ৭৭ ॥

মানবের জীবন একেই পরিমিত। তাহার আবার অধিকাংশই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব ক্ষণার্দ্ধ-পরিমিত কালও সুখাদিচেষ্টায় বৃথা অপব্যয় করা উচিত নহে।

অহিংসা-সত্য-শৌচ-দয়াস্তিক্যাদিচারিত্র্যাণি পরিপালনীয়ানি ॥ ৭৮ ॥

চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অহিংসা, সত্য, শৌচ, দয়া ও আস্তিক্য প্রভৃতি যমনিয়মাদি অবশ্য পালনীয়।

সর্ব্বদা সর্ব্বভাবেন নিশ্চিন্তিতৈর্ভগবানেব ভজনীয়ঃ ॥ ৭৯ ॥

অন্য চিন্তা পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্বদা সর্ব্বভাবে শ্রীভগবানেরই ভজনা করিবে।

স কীর্ত্ত্যমানঃ শীঘ্রমেবাবির্ভবত্যনুভাবয়তি ভক্তান্ ॥ ৮০ ॥

ভগবান সঙ্কীর্ত্তিত হইয়া শীঘ্রই ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন এবং ভক্তকে তদীয় স্বরূপ অনুভব করাইয়া থাকেন।

ত্রিসত্যস্য ভক্তিরেব গরীয়সী ভক্তিরেব গরীয়সী ॥ ৮১ ॥

ত্রিসত্য শ্রীভগবানের ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, ভক্তিই শ্রেষ্ঠ সাধন।

গুণমাহাত্ম্যাসক্তিরূপাসক্তিপূজাসক্তিস্মরণাসক্তিদাস্যাসক্তিসখ্যাসক্তিবাৎসল্যাসক্তিকান্তাসক্ত্যাত্মনিবেদনাসক্তিতন্ময়াসক্তিপরমবিরহাসক্তিরূপৈকধাপ্যেকাদশধা ভবতি ॥ ৮২ ॥

শ্রীভগবানের ভক্তি এক হইয়াও অবস্থাভেদে একাদশ প্রকার হইয়া থাকেন। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার গুণ ও মাহাত্ম্যে আসক্তি জন্মে। তদনন্তর তাঁহার রূপে আসক্তি জন্মিয়া থাকে। পরে ঐ সকল রূপগুণাদির স্মরণে আসক্তি হয়। এই কয়েকটি আসক্তি পরবর্তী চারিটি ভাবেই সমানভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। উক্ত ভাবচতুষ্টয় যথা, দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব ও কান্তাভাব। সকল ভাবেই আত্মনিবেদন, তন্ময়তা ও পরমবিরহ দৃঢ়সম্বন্ধ।

ইত্যেবং বদন্তি জনজল্পনির্ভয়া একমতাঃ কুমার-ব্যাস-শুক-শাণ্ডিল্য-গর্গ-বিষ্ণু-কৌণ্ডিল্য-শেষোদ্ধবা-রুণি-বলি-হনূমদ্বিভীষণাদয়ো ভক্ত্যাচার্য্যাঃ ॥৮৩॥

লোকবাদনির্ভয় কুমার, ব্যাস, শুক, শাণ্ডিল্য, গর্গ, বিষ্ণু, কৌণ্ডিল্য, শেষ, উদ্ধব, আরুণি, বলি, হনুমান্ ও বিভীষণ প্রভৃতি ভক্ত্যাচার্য্য সকল একবাক্যে ভক্তির এইরূপ স্বরূপ-লক্ষণাদি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

য ইদং নারদপ্রোক্তং শিবানুশাসনং বিশ্বসিতি শ্রদ্ধত্তে স ভক্তিমান্ ভবতি স প্রেষ্ঠং লভতে স প্রেষ্ঠং লভতে ইতি ॥ ৮৪ ॥

যিনি এই নারদপ্রোক্ত মঙ্গলজনক অনুশাসনে বিশ্বাস করেন, তিনি প্রিয়তম শ্রীহরিকে লাভ করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রীদেবর্ষিনারদপ্রোক্তং ভক্তিসূত্রং সম্পূর্ণম্